রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ১৩, ১৯৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ই মার্চ ১৯৯৬ ইং/২৭শে ফাল্গুন, ১৪০২ বাং

এস, আর, ও, নং ৩৬-আইন/৯৬-শা-১০/রায়-৩/৯৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা:—

ক্রমিক নং	মামলা নং	নম্বর	বৎসর
(১)	অভিযোগ মামলা নং	৭৯	১৯৯৩
(২)	আই, আর, ও, মামলা নং	৫৮	১৯৯৩
(৩)	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৯৬	১৯৯৩
(৪)	অভিযোগ মামলা নং	৮৯	১৯৯৪
(৫)	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৪৩	১৯৯৪
(৬)	আই, আর, ও, মামলা নং	২৯	১৯৯৪
(৭)	অভিযোগ কেস নং	৮৬	১৯৯৩
(৮)	আই, আর, ও, মোকদ্দা নং	৫৪	১৯৯৪
(৯)	আপীল নং	২১	১৯৯৫

মূল্য : টাকা ১২.০০

১	২	৩	৪
(১০)	আই, আর, ও, মামলা নং	৩	১৯৯৪
(১১)	complaint case No.	21	1992
(১২)	অভিযোগ মামলা নং	২	১৯৯৪
(১৩)	অভিযোগ মামলা নং	১৩	১৯৯৪
(১৪)	অভিযোগ মামলা নং	২৬	১৯৯৩

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

শ্রম ভবন (৭ম তলা),

৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-৭৯/৯৩.

মিঃ খলিলুর রহমান;
পিতা মৃত রজব আলী হাওলাদার,
গ্রাম চর ডিগ্রী,
পোঃ পাচুয়া,
থানা মুলাদী,
জেলা বরিশাল—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মেসার্স বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন,
প্রতিনিধিত্বে—চেয়ারম্যান,
পরিবহন ভবন, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা।

(২) ম্যানেজার (অপারেশন), বিআরটিসি,
বাস ডিপো, বগুড়া—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।

জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।

জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ৩০-১১-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ১-৪-৬৯ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন কন্ডাক্টর হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। ইং ১৯৮২ সালে কোন কারণ ব্যতিরেকেই তাহার চাকুরী অবসান করা হয়। ইং ৫-৪-৮৮ তারিখ তাহাকে কন্ডাক্টর (গ্রেড-বি) হিসাবে পুনঃ নিয়োগ করা হয়। তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ১৬৩৫ টাকা। প্রথম পক্ষকে বগুড়া বাস ডিপোতে বদলী করা হইলে তিনি সেখানে ইং ৫-১০-৯১ তারিখ যোগদান করেন। ইং ৩-১২-৯১ তারিখ ম্যানেজার (অপারেশন) তাহাকে অভিযোগ পত্র দেন অননুমোদিত ভাবে অনুপস্থিত থাকার কারণে। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ইং ২-১-৯২ তারিখ জবাব দাখিল করেন। তিনি ইং ১৭-২-৯২ তারিখ কাজে যোগদান করেন। ইং ৭-৩-৯২ তারিখ জনাব তৈয়বুর রহমান, একাউন্ট'স ইন-চার্জ তদন্ত করেন। তদন্তে প্রথম পক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইলে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেন। কিন্তু অভিযোগকারীর পক্ষে কোন স্বাক্ষীকে প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে হাজির করা হয় নাই এবং তিনি স্বাক্ষীদের জেরা করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে তদন্ত নিরপেক্ষ ও আইনানুযায়ী হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। প্রথম পক্ষকে ইং ৩০-৩-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং ইং ১-৯-৯২ তারিখ তাহাকে আরেকটি অভিযোগ পত্র দেওয়া হয়। তিনি ইং ১২-৪-৯২ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। ইং ২০-৬-৯২ তারিখ জনাব ইউসুফ, একাউন্ট'স ইন-চার্জ কর্তৃক আরেকটা তদন্ত হয়। সেই তদন্তেও প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে অভিযোগকারীর পক্ষে কোন স্বাক্ষী হাজির করা হয় নাই এবং তিনি কোন স্বাক্ষীকে জেরাও করিতে পারেন নাই। সেই তদন্তও নিরপেক্ষ ও বৈধ হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। তদন্ত বিবরণীও প্রথম পক্ষকে পড়িয়া শুনানো হয় নাই। ইতিমধ্যে ইং ২৮-৫-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ তুলিয়া নেওয়া হয় এবং তিনি চাকুরীতে পুনরায় যোগদান করিয়া অত্র আদালতে ১০১/৯২ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা দাখিল করেন দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পক্ষের আশ্বাসের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ আই, আর, ও, মোকদ্দমাটি তুলিয়া নেন। দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১৬-৭-৯৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন দুইটি তদন্তের ভিত্তিতে। কিন্তু প্রথম পক্ষকে বরখাস্তের পূর্বে বি, আর, টি, সি চাকুরী বিধি অনুযায়ী কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় নাই। প্রথম পক্ষ ইং ২৬-৭-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। ইং ২১-৮-৯৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে ইং ৭-৯-৯৩ তারিখ স্কুক্তিগত শুনানীর জন্য ডাকা হয় এবং তিনি ঐ দিন উপস্থিত হন। কিন্তু মোকদ্দমা দায়ের করার পূর্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষের কোন সিদ্ধান্ত প্রথম পক্ষকে না জানানোর কারণে প্রথম পক্ষ তাহার ডিসমিসের আদেশ বাতিলপূর্বক তাহাকে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত জবাব দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই এবং মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। প্রকৃত ঘটনা এই যে, প্রথম পক্ষ সেল প্রসিডের টাকা সংস্থার হিসাবে সঠিক সময়ে জমা না দিয়া নিজের কাছে আটকাইয়া রাখেন যাহা সাময়িক আত্মসাতের সামিল। তাছাড়া প্রথম পক্ষ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়া দীর্ঘ দিন কাজে অনুপস্থিত থাকেন যাহা শ্রম আইনের ১৭ ধারা মতে গুরুতর অপরাধ। তাই প্রথম পক্ষকে দুইটি

চার্জসীট প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ চার্জসীটের জবাব দাখিল করিলে কর্তৃপক্ষ সন্তোষ্ট হইতে না পারায় তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কর্মকর্তা আইনানুযায়ী তদন্তপূর্বক তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করিলে কর্তৃপক্ষ আইনানুযায়ী প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষ শুধু দ্বিতীয় পক্ষকে হয়রানী করার জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ইং ১৬-৭-৯৩ তারিখের বরখাস্তের আদেশটি বৈধ হইয়াছে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ইং ১-৪-৬৯ তারিখ কন্ডাক্টর হিসাবে যোগদান করিয়া কাজ করিতে থাকেন এবং ১৯৮২ সনে তাহার চাকরী অবসান করা হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ইং ৫-৪-৮৮ তারিখ প্রথম পক্ষকে পুনরায় "বি-গ্রেড" কন্ডাক্টর হিসাবে নিয়োগদান করা হয়। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকার কারণে ইং ৩-১২-৯১ তারিখ চার্জসীট করা হয় এবং ইং ২-১-৯২ তারিখ তিনি জবাব দেন। পরবর্তীতে ইং ১-৯-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষকে আরোও একটি চার্জসীট প্রদান করা হয় এবং তিনি অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ইং ১২-৪-৯২ তারিখ উহার জবাব দাখিল করেন। ইং ৭-৩-৯২ তারিখ জনাব তৈয়বুর রহমান, একাউন্ট'স ইন-চার্জ প্রথম পক্ষের অভিযোগের তদন্ত করেন এবং ইং ২০-৬-৯২ তারিখ জনাব মোঃ ইউসুফ, একাউন্ট'স ইন-চার্জ দ্বিতীয় অভিযোগের তদন্ত করেন। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ উভয় তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তদন্তের সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহাকে শুধু কিছু প্রশ্ন করেন এবং তিনি উহার উত্তর দেন। আর কোন পক্ষের কোন স্বাক্ষীর জবানবন্দি তাহার উপস্থিতিতে গ্রহণ করা হয় নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

আর দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে সত্য অভিযোগ আনয়ন করিয়া আইনানুযায়ী উহার তদন্ত করা হইয়াছে এবং তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। আর তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া আইনানুযায়ী তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

এই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ মাত্র একজন করিয়া স্বাক্ষী প্রদান করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ নিজে তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১—১২(ক) প্রমাণ করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তদন্ত কর্মকর্তা তাহাকে কিছু প্রশ্ন করেন এবং তিনি উহার জবাব দেন। জেরার সময় তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, তিনি তদন্তে কোন স্বাক্ষী বা কাগজপত্র হাজির করেন নাই এবং তাহার উপস্থিতিতে অভিযোগকারী এবং তাহার স্বাক্ষীদের পরীক্ষা করা হইয়াছে। উক্ত বিষয় তিনি অস্বীকার করেন।

জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় তদন্তে অভিযোগকারীর জবানবন্দিতে তাহার দস্তখত আছে এবং দ্বিতীয় তদন্ত কার্যক্রমে তাহার জবানবন্দির দস্তখতগুলি তিনি করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় তদন্ত কার্যক্রমের প্রথম পাতার একটা দস্তখত তাহার নয়। অর্থাৎ একটা বাদে বাকী দস্তখতগুলি তাহার। অতএব জেরার সময় প্রথম পক্ষের স্বীকারোক্তি হইতে দেখা যায় যে, অভিযোগকারীর জবানবন্দিতে তিনি দস্তখত করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় তদন্তের সময় তাহার জবানবন্দি রেকর্ড করা হইয়াছে এবং তিনি উহাতে দস্তখত দিয়াছেন। তা' ছাড়া দ্বিতীয় তদন্ত কার্যক্রমে দস্তখত দেওয়ার বিষয় তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাই দেখা যায় যে, তদন্তের সময় তাহার জবানবন্দি এবং তাহার উপস্থিতিতে অন্যান্য স্বাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ড না করার যে অভিযোগ প্রথম পক্ষ করিয়াছেন উহা সত্য নহে।

দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী প্রথম অভিযোগের তদন্তকারী অফিসার জনাব মোঃ তৈয়বুর রহমান, সহকারী হিসাব রক্ষক দ্বিতীয় পক্ষে জবানবন্দি করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-ক-ঙ প্রমাণ করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তিনি ইং ৩-১২-৯১ তারিখের অভিযোগের তদন্ত করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে এবং ইং ১-৪-৯২ তারিখের অভিযোগের তদন্ত করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ ইউসুফ আলী। তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তদন্তের সময় তিনি প্রথম পক্ষকে উপস্থিতিতে অভিযোগকারীসহ অন্যান্য স্বাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথম পক্ষ কোন স্বাক্ষী হাজির করেন নাই। তাহার জবানবন্দি অবিশ্বাস করার মত কোন কিছু নথিতে নাই। তা'ছাড়া প্রথম তদন্ত কার্যক্রম এবং তদন্ত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-খ ও গ এবং দ্বিতীয় তদন্ত প্রতিবেদন ও তদন্ত কার্যক্রম, প্রদর্শনী-ঘ-ঙ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, উপরোক্ত দুইটি তদন্তে বে-আইনীর কিছু নাই এবং প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে তদন্ত হইয়াছে এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত নিরপেক্ষ এবং আইনানুযায়ী হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে ডিসমিস করার পূর্বে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী যুক্তিতর্ককালীন সময়ে বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী তদন্ত হইয়াছে এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের চাকুরী ২৮/১৯৬১ নম্বর অর্ডিন্যান্স দ্বারা গাইডেড (guided) সেখানে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের কোন বিধান নাই। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে শ্রমিকদের বেলায় সার্ভিস রুল কার্যকরী নয়।

২৮/৬১ নম্বর অর্ডিন্যান্সের (১৩/৮০ নম্বর আইন দ্বারা সংশোধিত) ২ এর ১০ ধারায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে—"'Worker' means a person engaged on mobile duty, and includes drivers, cleaners, conductors and checkers employed by or in a road transport service ;"

তা'ছাড়া বাংলাদেশ গেজেটে (অতিরিক্ত সংখ্যায়) ইং ১৮-৭-১৯৯০ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন এর প্রবিধানমালার তফসিলের ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ নম্বর ধারায় কন্ডাক্টর "গ্রেড-এ", "গ্রেড-বি", "গ্রেড-সি" ও "গ্রেড-ডি" পদগুলির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

আর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থার চাকুরী বিধির প্রবিধানমালার ৪৩(৬) ধারায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবেন। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী ৪৫ ডি, এল, আর (১৯৯৩) এর ৫৯৮—৬০১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মাহফুজুর রহমান—দরখাস্তকারী—বনাম—বিএফআইডিসি—প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। উক্ত D.L.R. এর ৬০০ পৃষ্ঠায়—

Their lordships have observed—

> "It is clear from the above Rule that it is mandatory for the corporation to serve a second show cause notice to the delinquent officer of the proposed penalty before the final order is made. There is nothing to show that the second show cause notice was served on the petitioner before the order for removal (Annexure 'C') was passed. We have already observed that the respondent has not denied this fact. The corporation having violated the mandatory provision for removing an employee from service, we find that the order of removal of the petitioner under Annexure C was illegal and made without lawful authority."

উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ আইনানুযায়ী একজন শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের মত গুরুদণ্ড প্রদান করার পূর্বে চাকুরীর প্রবিধানমালার বিধি অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় নাই। যাহা অবশ্য করণীয় (mandatory) ছিল। তাই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিসের আদেশটি সম্পূর্ণ বে-আইনী হইয়াছে বিধায় উহা টিকিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও মৌখিকভাবে একই মত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দো'তরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল এবং প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ইং ১৬-৭-৯৩ তারিখের বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা হইল। প্রথম পক্ষকে অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

আই আর ও মামলা নং ৫৮/৯৩

হারুন অর রশীদ,
পদবী-নম্বর কোর্ড নং-৮৯৫৪৭,
পিতা মরহুম সেকান্দর মিয়া,
কাছারগো বড় বাড়ী
গ্রাম মুছাপুর, ডাকঃ আজিজিয়া,
থানা সন্দ্বীব, জেলাঃ চট্টগ্রাম

প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন,
পক্ষে ইহার চেয়ারম্যান,
৫নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা ১০০০।

(২) উপ-মুখ্য কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর),
৩১, আর, কে, দাস রোড, নারায়ণগঞ্জ।

দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহম্মদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ : ২৫-১১-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন লস্কর পদে নিয়োজিত থাকিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রথম পক্ষকে ২নং ২য়ঃ পক্ষ ইং ২৫-১০-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা তাহার জন্ম তারিখ ১৯৪২ সনের পরিবর্তে ইং ৪-৭-১৯৩১ তারিখ ধার্য করেন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও সার্ভিস রেকর্ডের ভিত্তিতে। দ্বিতীয় পক্ষের উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বে-আইনী ও অযৌক্তিক। প্রথম পক্ষের জন্ম ১৯৪২ সনে হইয়াছে এবং সেই মর্মে তাহার সার্ভিস বহিসহ সকল রেকর্ডে লিপিবদ্ধ আছে। সম্পূর্ণ অন্যায় ও বে-আইনীভাবে প্রথম পক্ষের বয়স বাড়াইয়া দিয়া ইং ২৫-১০-৯৩ তারিখের পত্রটি ইস্যু করে। প্রথম পক্ষ তাহার জন্ম সন ১৯৪২ ঠিক রাখার জন্য ইং ১৫-১১-৯৩ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নোটিশ পাওয়ার পরেও কোন প্রতিকার করেন নাই। তাই দ্বিতীয় পক্ষের ইং ২৫-১০-৯৩ তারিখের পত্রটি বাতিল পূর্বক প্রথম পক্ষের জন্ম সন ১৯৪২ ঠিক রাখার জন্য প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত। মোকদ্দমাটি দায়েরের কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই। প্রথম পক্ষকে ইং ২৫-১০-৯৩ তারিখ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নথিতে রক্ষিত ইউনিট লিস্টের ভিত্তিতে তাহার জন্ম তারিখ সংশোধন পূর্বক১৯৪২ সনের পরিবর্তে ইং৪-৭-৩১ তারিখ ধার্য করিয়াছে এই মর্মে তাহাকে পত্রের মাধ্যমে জানান হইয়াছে। প্রথম পক্ষ চাকুরীতে যোগদানের সময় তাহার জন্ম ইং ৪-৪-১৯৩১ তারিখ উল্লেখ করায় সেই মোতাবেক তাহার জন্ম তারিখ নির্ধারণ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের প্রেরিত ইং ১৫-১১-৯৩ তারিখের লিগ্যাল নোটিশ দ্বিতীয় পক্ষ পান নাই। উপরোক্ত অবস্থায় মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ-

(১) প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ আছে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ-

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন লস্কর হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইহাও স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষের সার্ভিস বই, প্রদর্শনী-১ এ তাহার জন্ম সন ১৯৪২ লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২৫-১০-৯৩ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-২ দ্বারা প্রথম পক্ষের জন্ম তারিখ ১৯৪২ সনের পরিবর্তে ইং ৪-৭-৩১ তারিখ সংশোধনপূর্বক ধার্য করিয়াছেন। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং নথিতে প্রাপ্ত সার্ভিস রেকর্ডের ভিত্তিতে জন্ম তারিখ সংশোধনপূর্বক ধার্য করা হইয়াছে। কিন্তু জন্ম তারিখের ভুল সংশোধন করা হইয়াছে মর্মে উক্ত পত্রে উল্লেখ নাই। প্রথম পক্ষ উপরোক্ত পত্র বাতিলপূর্বক তাহার জন্ম সন ১৯৪২ নির্ধারণ করার জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। সার্ভিস বহিতে লিপিবদ্ধ জন্ম সন সংশোধন করার আদেশ চ্যালেঞ্জ করিয়া প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তাই প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কারণ আছে।

প্রথম পক্ষ হারুন অর রশিদ একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমা জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র, প্রদর্শনী-১—৩(ক) প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহার জন্ম তারিখ বা সাল প্রমাণের জন্য তিনি কোন কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই সার্ভিস বই বাদে।

দ্বিতীয় পক্ষে মোঃ নাসির উদ্দিন ভূইয়া, ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি এই মর্মে জবানবন্দি করেন যে, তাহাদের কর্মচারীদের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কর্পোরেশন সার্ভিস বহি এবং বি, জে, এস ইউনিট লিষ্ট রক্ষণা-বেক্ষণ করেন। তিনি এই মর্মেও জবানবন্দি করেন যে, বি, জে, এস ইউনিট লিষ্টে প্রথম পক্ষের জন্ম তারিখ আছে এবং নথি পর্যালোচনা করিয়া প্রথম পক্ষের জন্ম তারিখ সংশোধন করা হইয়াছে। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষের সার্ভিস বহি, প্রদর্শনী-১ তাহারা প্রদান করিয়াছেন এবং উক্ত সার্ভিস বহিতে তাহার জন্ম সন ১৯৪২ লেখা আছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষের বয়স সংশোধনের পূর্বে তাহাকে কিছু জানান হইয়াছিল কিনা তাহা তিনি জানেন না। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, শুধু বি, জে, এস ইউনিট লিষ্টের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষের বয়স সংশোধন করা হইয়াছে।

জেরার সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, বি, জে, এস ইউনিট লিষ্ট দাখিল করা হইয়াছে এবং সার্ভিস বহিতে প্রথম পক্ষের জন্ম সাল ভুল আছে। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের জন্ম তারিখের স্বপক্ষে প্রথম পক্ষ কোন কিছু দাখিল করেন নাই।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের সার্ভিস বই তাহার জন্ম সন প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

দ্বিতীয় পক্ষ যে বি,জে,এস ইউনিট লিষ্টের উপর নির্ভর করেন সেই মূল বি,জে,এস ইউনিট লিষ্ট দ্বিতীয় পক্ষ দাখিল করিতে পারেন নাই। তা'ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের নিয়োজিত বিজ্ঞ-আইনজীবী দ্বারা বি, জে, এস ইউনিট লিষ্টের যে সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করিয়াছেন সেখানে ১৮ জন শ্রমিকের মধ্যে প্রথম পক্ষসহ মাত্র ২ জন শ্রমিকের জন্ম তারিখ উল্লেখ আছে বাকী সকলের শুধু জন্ম সাল উল্লেখ আছে। বি, জে, এস ইউনিট লিষ্টের উক্ত সত্যায়িত অনুলিপির উপর নির্ভর করা যায় না। তা'ছাড়া কিশের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত বি, জে, এস ইউনিট লিষ্ট তৈয়ার করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীও যুক্তিতর্ককালীন সময় কোন সন্তোষজনক বক্তব্য রাখিতে পারেন নাই। অপরদিকে প্রথম পক্ষের সার্ভিস বহি, প্রদর্শনী-১ সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষ কোন চ্যালেঞ্জ করেন নাই। উক্ত সার্ভিস বহিতে প্রথম পক্ষের জন্ম সন যে ভুল উহা প্রমাণের দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষের উপরই ন্যস্ত। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উহা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তা'ছাড়া কোন শ্রমিকের সার্ভিস বহিতে লিপিবদ্ধ জন্ম সন বা তারিখ সংশোধন করার কোন অধিকার কর্তৃপক্ষের নাই। জন্ম তারিখ বা সন ভুল হইলে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে (Both oral and documentory) ভুল সংশোধন করা যাইতে পারে। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষের জন্ম সন সংশোধন করার স্বপক্ষে দ্বিতীয় পক্ষ নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ দাখিল করিতে পারেন নাই। তাই উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ সম্পূর্ণ বে-আইনী-ভাবে ইং ২৫-১০-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষের জন্ম তারিখ সংশোধন করিয়াছেন যাহা আইনতঃ টিকিতে পারে না। তাই প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও মৌখিকভাবে একই মতামত প্রদান করিয়াছেন। অতএব উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমাটি দায়ের করার কারণ আছে এবং প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

সুতরাং আদেশে হইল যে—

মোকদ্দমাটি দো'তরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। ২নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইং ২৫-১০-৯৩ তারিখের পত্রটি বাতিলপূর্বক প্রথম পক্ষের জন্ম সন ১৯৪২ ধরিয়া তাহার চাকুরীর সময়কাল নির্ধারণ করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ১৬/৯৩

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক,
পিতা মোঃ আবদুল খালেক,
গ্রাম দৌলতপুর,
পোঃ আঠারোদা,
থানা গফর গাঁও,
জিলা ময়মনসিংহ—দরখাস্তকারী/১ম পক্ষ।

বনাম

(১) চর মাগুরিয়া জুট মিলস লিঃ,
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্রধান কার্যালয়, বাড়ী নং ৭৯,
রোড নং ১১/এ, ধানমন্ডি আ/এ,
ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
চর মাগুরিয়া জুট মিলস লিঃ,
চর মাগুরিয়া, মাদারীপুর।

(৩) ব্যবস্থাপক,
চর মাগুরিয়া জুট মিলস লিঃ,
চর মাগুরিয়া, মাদারীপুর—দ্বিতীয় পক্ষ/প্রতিপক্ষ।

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আনোয়ারুল আফজল (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ : ১-১১-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষগণের অধীন একজন বদলী শ্রমিক হিসাবে ১৯৮৭ সনে চাকুরীতে যোগদান করেন। তাহার সততা ও কর্মদক্ষতার মুগ্ধ হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১-৭-৮৮ তারিখে তাহাকে যান্ত্রিক বিভাগে মিস্ত্রী পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ১২৭২ টাকা। প্রথম পক্ষ সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ১৯৮৯ সনে চরমাগুরিয়া জুট মিলস লিঃ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিঃ নম্বর ২৯১৮) নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। তিনি উক্ত ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ইউনিয়নটি প্রতিষ্ঠানের সি বি এ হিসাবে দায়িত্ব পালন করায় ১ম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের সহিত দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে দরকষাকষি ও আলোচনা করিতেন। প্রথম পক্ষ ১৯৯০, ১৯৯১ ও ১৯৯২ সনে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট দাবী নামা প্রদান ও চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন। প্রথম পক্ষের আপোষহীন ইউনিয়ন তৎপরতার কারণে দ্বিতীয় পক্ষের

বিরাগভাজন হন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে ইউনিয়ন পরিত্যাগের নির্দেশ দেন কিন্তু তিনি উহাতে রাজী না হওয়ায় তাহাকে ভিকটিমাইজ করার পায়তারা করিতে থাকেন। ইং ১৮-৭-৯৩ তারিখ কোন কারণ ছাড়াই দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে মিলে প্রবেশ করিতে বাধা দেন এবং বিনা নোটিশে কাজ বন্ধ করিয়া দেন। ২য়ঃ পক্ষ ইং ১৯-৭-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষসহ ৬ জন ইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধে মাদারীপুর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করেন। ইং ৩১-৭-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে কাজে যোগদানের আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদনের সাড়া না দিয়া ইং ২-৮-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পত্র প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ ইং ৯-৮-৯৩ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন এবং কাজে যোগদানের অনুমতির প্রার্থনা করেন। উহাতে সন্তোষ্ট না হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১১-৮-৯৩ তারিখ আরও একটি মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ পত্র প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ ইং ২৫-৮-৯৩ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। জবাব প্রাপ্তির পর দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২৯-৮-৯৩, ১৯-৯-৯৩ ও ২৯-৯-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে ইং ৪-৯-৯৩, ২৬-৯-৯৩ ও ১২-১০-৯৩ তারিখ তদন্তে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন। প্রথম পক্ষ যথা সময়ে তদন্তে উপস্থিত হইলেও কোনরূপ তদন্ত অনুষ্ঠান না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ বকা-বকি করিয়া প্রথম পক্ষকে বাহির করিয়া দেন। প্রথম পক্ষ উহার প্রতিবাদ করিয়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত ইং ৪-৯-৯৩, ২৩-৯-৯৩, ১৩-১০-৯৩ ও ৩-১১-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করিতে বলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষের প্রতিবাদ অস্বীকার করিয়া বিনা তদন্তে ইং ৩০-১০-৯৩ তারিখ বে-আইনী-ভাবে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষ ইং ৬-১১-৯৩ তারিখ উক্ত বরখাস্ত আদেশপ্রাপ্ত হন। প্রথম পক্ষ ইং ১৫-১১-৯৩ তারিখ অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত হয় নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। শুধু ইউনিয়ন তৎপরতার কারণে প্রথম পক্ষকে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ইং ৩০-১০-৯৩ তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। তাই উক্ত বে-আইনী বরখাস্ত আদেশ বাতিলপূর্বক বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোক-দ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমাটি দায়ের করার কোন কারণ নাই এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। ইং ৮-৭-৯৩ তারিখ হইতে অননুমোদিত-ভাবে অনুপস্থিত থাকার কারণে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ইং ২-৮-৯৩ তারিখ চার্জসীট করা হয়। তিনি ইং ৯-৮-৯৩ তারিখ লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মারাত্মক অসদাচরণের অভিযোগে ইং ১৯-৮-৯৩ তারিখ আবারও প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে চার্জসীট প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ ইং ২৬-৮-৯৩ তারিখ লিখিত ব্যাখ্যা দাখিল করেন যাহা দ্বিতীয় পক্ষের নিকট গ্রহণ যোগ্য হয় নাই। তাই দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২৯-৮-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষের নিকট তদন্ত নোটিশ ইস্যু করেন ইং ৪-৯-৯৩

তদন্তের দিন ধার্য করিয়া। প্রথম পক্ষ তদন্তে অংশ গ্রহণ করিলেও তদন্ত বিবরনীতে দস্তখত করিতে অস্বীকার করেন। প্রথম পক্ষ ইং৫-৯-৯৩ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট এই মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করেন যে, ইং ৪-৯-৯৩ তারিখ কোন তদন্ত হয় নাই। তখন দ্বিতীয় পক্ষ ন্যায় বিচারের স্বার্থে পুনঃ তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ইং ২৬-৯-৯৩ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করিয়া ইং ১৯-৯-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষের নিকট তদন্ত নোটিশ প্রেরণ করেন। কিন্তু ইং ২৬-৯-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষ তদন্তে উপস্থিত না হইলেও তদন্ত মুলতবী করা হয় এবং ইং ১২-১০-৯৩ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করিয়া ইং ২৯-৯-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষের নিকট তদন্তের নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উক্ত তদন্তের দিন প্রথম পক্ষ হাজির না হইলে তাহার অনুপস্থিতিতেই তদন্ত হয়। ইত্যবসরে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নিকট হইতে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত একখানা ইনভেলাপ পান। ইনভেলাপের ভিতর অলিখিত একখানা সাদা কাগজ পওয়া যায়। উক্ত বিষয় ইং ২০-১০-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রথম পক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীর খতিয়ান পর্যালোচনা করিয়া তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেন এবং ইং ৩০-১০-৯৩ তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রথম পক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। প্রথম পক্ষ ইং ৩-১১-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আরও একটা ইনভেলাপ প্রেরণ করেন। কিন্তু উক্ত ইনভেলাপের মধ্যে অলিখিত সাদা কাগজ পাওয়া যায়। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট কোন অনুযোগ পত্র প্রেরণ না করিয়াই এই মোকদ্দমা দায়ের করেন। তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষকে ইউনিয়নের তৎপরতার জন্য ডিসমিস করার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। উপরোক্ত অবস্থায় এই মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে কি?

(২) ইং ৩০-১০-৯৩ তারিখের ডিসমিসের আদেশটি আইনতঃ টিকিতে পারে কি?

(৩) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ঃ

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ইং ৬-১১-৯৩ তারিখ বরখাস্ত আদেশ, প্রদর্শনী-৮ পান এবং ইং ১৫-১১-৯৩ তারিখ অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৯ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি যে ইং ৬-১১-৯৩ তারিখ বরখাস্ত আদেশ পাইয়াছেন উহা প্রদানের জন্য কোন কাগজপত্র দাখিল বা মৌখিক স্বাক্ষী হাজির করিতে পারেন নাই। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষ তাহার আরজিতে ইং ১৫-১১-৯৩ তারিখ অনুযোগ পত্র প্রদান করার কথা বলিলেও রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরনের কথা আরজিতে কোথাও বলেন নাই। অনুযোগ পত্র প্রদান করা আর প্রেরণ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম পক্ষ তাহার জবানবন্দিতেও বলিয়াছেন যে, তিনি ইং ১৫-১১-৯৩ তারিখ অনুযোগ পত্র দাখিল করেন। তিনি দরখাস্ত এবং পোষ্টাল রশিদ, প্রদর্শনী-৯ এবং ৯(ক) প্রমাণ করেন। অনুযোগ পত্রের অনুলিপি, প্রদর্শনী-৯ হইতে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপক, চরমাগুরিয়া জুট মিলস লিঃ, মাদারীপুর বরাবর উহা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু পোষ্টাল রশিদ, প্রদর্শনী-৯(ক) হইতে দেখা যায় যে, সেখানে ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) লেখা হইয়াছে। তাছাড়া উক্ত রশিদের উপরে এ/ডি লেখা আছে। ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) এবং ব্যবস্থাপক, চরমাগুরিয়া জুট মিলস লিঃ যে একই ব্যক্তি এমন কোন প্রমাণ নথিতে নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ কোন অনুযোগ পত্র প্রদান করেন নাই বিধায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। ব্যবস্থাপক, চরমাগুরিয়া জুট মিলস লিঃ যে অনুযোগ পত্র পাইয়াছেন উহার কোন প্রমাণ নথিতে নাই। তা'ছাড়া আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষের আরজি এবং জবানবন্দিতে বলা হয় নাই যে, রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। তা'ছাড়া শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধানে কারণ উদ্ভব হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণের কথা বলা হইয়াছে। স্বীকৃতমতে ইং ৩০-১০-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ইং ১৫-১১-৯৩ তারিখ অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। তাই দেখা যায় যে, কারণ উদ্ভব হওয়ার ১৫ দিনের পরিবর্তে ১৬ দিনের মধ্যে উহা প্রেরণ করা হইয়াছে। তা'ছাড়া আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, ব্যবস্থাপক, চরমাগুরিয়া জুট মিলস লিঃ এর নিকট রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণের বিষয়টি প্রথম পক্ষ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না বিধায় এবং তামাদি দোষে বারিত হওয়ায় এই বিচার্য বিষয়টি প্রথম পক্ষের প্রতিকূলে সাব্যস্থ করা হইল।

বিচার্য বিষয় নম্বর ২ :

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি শ্রমিক ইউনিয়নের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকিয়া বিভিন্ন সময় শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া দ্বিতীয় পক্ষের নিকট পেশ করিয়া দরকষাকষি করার কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বে-আইনীভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে। আর তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যতিরেকে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান না করিয়া বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১—৯(ক) প্রমাণ করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট দাখিলকৃত বিভিন্ন দাবী নামা ও চুক্তিপত্র ইউনিয়নের সভাপতির নিকট থাকায় তিনি উহা দাখিল করিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষ যে শ্রমিক ইউনিয়নের সহিত জড়িত ছিলেন বা শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন উহার সমর্থনে তিনি কোন কাগজ পত্র দাখিল করিতে পারেন নাই। জেরার সময় তিনি উক্ত বিষয় স্বীকার করেন। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ইং ২৯-৮-৯৩, ১১-৯-৯৩ ও ২৯-৯-৯৩ তারিখ তদন্তের নোটিশ পাইয়া ইং ৪-৯-৯৩, ২৬-৯-৯৩ এবং ১২-১০-৯৩ তারিখ তদন্তে হাজির হইলেও কোন তদন্ত হয় নাই। উহার বিরুদ্ধে তিনি ইং ৪-৯-৯৩, ২৩-৯-৯৩, ১৩-১০-৯৩ এবং ৩-১১-৯৩ তারিখের পত্র (পত্রের অনুলিপি), দ্বারা প্রতিবাদ জানান। উক্ত পত্রগুলি, প্রদর্শনী-৭ সিরিজ এবং ডাক রশিদ, প্রদর্শনী-৭(ক) সিরিজ চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী মোসলেম আলী জবানবন্দি করিয়াছেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-ক প্রমাণ করেন। তাহার জবানবন্দিতে নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, ইং ১২-১০-৯৩ তারিখ তদন্তে উপস্থিত থাকার জন্য তাহাকে নোটিশ দিলেও তিনি উপস্থিত হয় নাই। তাই তিনি একতরফা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তদন্ত সম্বন্ধে প্রথম পক্ষের আপত্তি দেওয়ার বিষয় সঠিক। অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-ক হইতে দেখা যায় যে ইং ১৮-৭-৯৩ তারিখ হইতে অবৈধভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকার কারণে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে। সেখানে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পূর্বেও

প্রথম পক্ষের ঐরূপ অপরাধের জন্য সতর্কীকরণ পত্র প্রদান করিয়া তাহাকে কাজে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-গ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ইং ১৭-৭-৯৩ তারিখ "গ পালায়" ১০—০৫ মিনিটের সময় বহিরাগত কিছু লোকজন-সহ ফ্যাক্টরীতে জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়া শ্রমিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শনপূর্বক তাহাদের বাহিরে লইয়া যান। কিছু কর্মচারী ও কর্মকর্তা বাধা দিলে প্রথম পক্ষ তাহাদেরকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও মারধর করিয়া তাদের হাত ঘড়ি, স্বর্ণের চেইন ও নগদ টাকা-পয়সাও লইয়া যান। ফলে 'গ' পালার সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া যায় এবং উৎপাদন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, ইং ২-৮-৯৩ তারিখ যে অভিযোগ আনা হয় সেখানে ইং ১৭-৭-৯৩ তারিখের ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-গ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিভাগ হইতে অভিযোগ পাওয়ার পরে উক্ত অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। তাই ইং ১৭-৭-৯৩ তারিখের অভিযোগের বিষয় ইং ২-৮-৯৩ তারিখের অভিযোগ পত্রে না থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা এবং প্রথম পক্ষ কর্তৃক উহার জবাব প্রদান করা সম্বন্ধে উভয় পক্ষই স্বীকার করেন। আর তদন্তের নোটিশ পাওয়া সম্বন্ধেও প্রথম পক্ষ স্বীকার করেন। কিন্তু প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি তদন্তে উপস্থিত হইলেও কোন তদন্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ইং ৪-৯-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষ তদন্তে অংশ গ্রহণ করিলেও তিনি তদন্ত প্রতিবেদনে দস্তখত করিতে অস্বীকার করেন এবং পরবর্তীতে তিনি উক্ত তদন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করেন। তখন ন্যায় বিচারের স্বার্থে দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২৬-৯-৯৩ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করিয়া প্রথম পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রথম পক্ষ ঐ দিন তদন্তে অংশ গ্রহণ না করার কারণে তদন্ত মুলতবী করিয়া ইং ১২-১০-৯৩ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করা হয় এবং প্রথম পক্ষকে ইং ২৯-৯-৯৩ তারিখ নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষ ইং ১২-১০-৯৩ তারিখ তদন্তে উপস্থিত না হইলে একতরফা তদন্ত করা হয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নিকট রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে ইং ২৩-১০-৯৩ তারিখ একটি ইনভিলাপ পান যাহার মধ্যে অলিখিত সাদা কাগজ ছিল। উহার পর দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের চাকুরীর খতিয়ান পর্যালোচনা করিয়া তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে ইং ৩০-১০-৯৩ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-ঘ দ্বারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। ইং ৩-১১-৯৩ তারিখেও প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে আর একটি ইনভিলাপের মধ্যে একখানা অলিখিত সাদা কাগজ প্রেরণ করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি কাজ করিতে গেলেও কর্তৃপক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই। ইং ৫-৯-৯৩ তারিখের তদন্ত বিবরণী, প্রদর্শনী-চ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তদন্তে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাকে অভিযোগ পড়িয়া শুনাইবার পর তিনি এই মর্মে অবগত হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। তাহার উপস্থিতিতে স্বাক্ষী আঃ কুদ্দুস সাহেবের জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় ১ নম্বর স্বাক্ষী হিসাবে। তদন্ত বিবরণীতে আরও দেখা যায় যে, ২ নম্বর স্বাক্ষী জনাব আঃ মজিদকে ডাকার পর প্রথম পক্ষ আসন হইতে উঠিলে তাহাকে তদন্ত বিবরণীতে দস্তখত করিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি দস্তখত দেবেন না মর্মে জানাইয়া চলিয়া যান। এমতাবস্থায় বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়া তদন্ত কার্যক্রম মুলতবী ঘোষণা করা হয়। উক্ত তদন্ত বিবরণীতে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানসহ ৩ জন সদস্যেরই দস্তখত আছে। ইং ২৯-৯-৯৩ তারিখের তদন্ত বিবরণী, প্রদর্শনী-ঝ হইতে দেখা যায় যে, তদন্তের দিন ইং ১২-১০-৯৩ তারিখ নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তদন্তে উপস্থিত হন নাই। তাই তাহার অনুপস্থিতিতে একতরফা তদন্ত করেন। তদন্ত কমিটি ২ জন স্বাক্ষী জনাব আঃ কুদ্দুস এবং জনাব আবদুল মজিদের জবানবন্দি গ্রহণ করেন এবং প্রশ্ন-

উত্তর আকারেও তাহাদের পরীক্ষা করা হয়। উক্ত তদন্ত বিবরণীতে তদন্ত কমিটির তিন জন সদস্যই এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইং ১৭-৭-৯৩ তারিখ রাত্র ১০ ঘটিকার পরের ঘটনা সম্বন্ধে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে তদন্তে উহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাই প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেই যদি প্রথম পক্ষ ইং ১২-১০-৯৩ তারিখ তদন্তে উপস্থিত থাকিতেন তবে তাহাকে অনুপস্থিত দেখাইবার যুক্তি সংগত কোন কারণ থাকিতে পারে না। কারণ তদন্ত কমিটির কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকিলে তাহারা ইং ২৬-৯-৯৩ তারিখে তদন্তের পরেই চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারিতেন। ইং ৪-৯-৯৩ তারিখ এবং ২৯-৯-৯৩ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-চ ও ছ পর্যালোচনা করিয়া সেখানে বে-আইনী কিছু পাওয়া যায় নাই।

প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী যুক্তিতর্ককালীন সময় বক্তব্য রাখেন যে, প্রদর্শনী-১ হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তদন্ত কমিটি চূড়ান্ত যে প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন সেখানে শুধু ইং ৯-৮-৯৩ তারিখের অভিযোগ সম্বন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সেই অভিযোগেই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষকে কাজে অনুপস্থিতির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয় নাই। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, ইং ১৭-৭-৯৩ তারিখের ঘটনায় ফৌজদারী মোকদ্দমাও হইয়াছিল। কিন্তু সেই মোকদ্দমায় প্রথম পক্ষসহ অন্যরা খালাস হইয়াছেন। ফৌজদারী মোকদ্দমায় খালাস হওয়া হইতেই প্রমাণিত হয় না যে, তিনি বিভাগীয় মোকদ্দমায় দোষী নন এবং বিভাগীয় মোকদ্দমায় তাহাকে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না। আর বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, ইউনিয়ন তৎপরতার কারণেই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষ যে ইউনিয়নের কর্মকর্তা ছিলেন সেই সম্বন্ধে তিনি কিছুই দাখিল করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, অনুযোগ পত্র প্রেরণ না করায় মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আইনতঃ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হইয়াছে। অনুযোগ পত্র প্রদান না করা সম্বন্ধে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। অতএব উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ যে তদন্তের ভিত্তিতে চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হইয়াছে উহাতে বে-আইনী কিছু নাই। তাই এই বিচার্য বিষয়টি প্রথম পক্ষের প্রতিকূলে সাব্যস্ত করা হইল।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৩ :

১ ও ২ নম্বর বিচার্য বিষয় দুইটি প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হইয়াছে বিধায় প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৮৯/১৯৯৪

এম, এ মান্নান,
৩/১, সলিমুল্লাহ রোড,
ব্লক-ডি, মোহাম্মদপুর,
ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মেসার্স বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) সেক্রেটারী,
মিনিষ্ট্রি অব সিভিল এভিয়েশন সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিং, ঢাকা।

(৩) লেঃ (অবঃ) মোঃ খালিদ ইকবাল,
সহকারী ম্যানেজার, প্রশাসন (তদন্ত),
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ) চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ২৮-১০-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বাংলাদেশ বিমান-এ ১-৮-৭৮ ইং তারিখ জুনিয়র ষ্টোর কিপার হিসাবে যোগদান করেন। তিনি সিনিয়র ট্রাফিক এ্যাসিসটেন্ট এবং বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে কাজ করিতে যাইয়া তিনি কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছেন। ১৯৭৯ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ আবদুল মান্নান প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কিছু বেআইনী অভিযোগ আনয়ন করেন ইউনিয়নের কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্য। তিনি ইউনিয়নের নির্বাচনে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে নিজস্ব প্রতিদ্বন্দ্বি দাঁড় করাইলেও নির্বাচনে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরাজিত করেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ৩,০০০ বিমান কর্মচারী দ্বারা বেআইনী ধর্মঘট করার অভিযোগে ২৪-৮-৭৯ ইং তারিখ কারণ দর্শাইবার নোটিশ জারী করা হয় কেন তাহার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। কিন্তু জবাবে সন্তোষ্ট না হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র তৈয়ার করেন। একটি প্রহসনমূলক তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া প্রথম পক্ষসহ আরও ৪ জনকে দোষী সাব্যস্তপূর্বক চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষসহ অন্যান্য অত্র আদালতে ১৮৮/৭৯ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করিয়া জয়লাভ করেন এবং আদালতের নির্দেশে তাহাদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষ মহামান্য

হাইকোর্ট ডিভিশনে ৩৬৪/৮০ নম্বর রিট পিটিশন দাখিল করিলেও প্রথম পক্ষসহ অন্যরা ১০-১২-৮০ ইং তারিখ চাকুরীতে পুনর্বহাল হন। প্রথম পক্ষ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের জন্য বিমান কর্তৃপক্ষের সহিত দরকষাকষি আরম্ভ করিলে তাহার বিরুদ্ধে ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখ একটি মিথ্যা সন্ত্রাসী মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। প্রথম পক্ষকে ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখ গ্রেফতার করা হয়। প্রথম পক্ষের ২৮-১১-৯৪ ইং তারিখ জামিন মঞ্জুর হইলে তিনি ২৯-১১-৯৪ ইং তারিখ জেল হইতে মুক্তি পান এবং ইং ১৯-১০-৯৪ তারিখের একটি পত্র ৩-১২-৯৪ ইং তারিখ প্রাপ্ত হন। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, প্রথম পক্ষ ৯-১০-৯৪ ইং তারিখ হইতে ১০ দিন বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকার কারণে আইনানুযায়ী তাহার চাকুরী টারমিনেট করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ ৬-১২-৯৪ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট একটি অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। উহার কোন উত্তর তিনি পান নাই। তিনি বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন যাহা সিবিএ এর অন্তর্ভুক্ত। তাহাকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি চাকুরীতে মোটেও অনুপস্থিত ছিলেন না। এমনকি টারমিনেশন পত্রেও তাহাকে ১০ দিনের বেশী অনুপস্থিত দেখান নাই। টারমিনেশনের পূর্বে তাহাকে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় নাই এবং প্রকৃত পক্ষে টারমিনেশনের নামে তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হইয়াছে। ইউনিয়নের কার্যকলাপের জন্য প্রথম পক্ষকে টারমিনেশনের নামে চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় পূর্ণ বকেয়াসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক-ইউনিয়নের একজন সদস্য ছিলেন। কিন্তু ইউনিয়নের স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাহার প্রাথমিক সদস্য পদ বাতিল করা হয়। মোকদ্দমা দায়েরের সময় তিনি ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। ২৩-১১-৭৯ ইং তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং ১০-১২-৮০ ইং তারিখ তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। প্রথম পক্ষকে ৮-৭-৮৯ ইং তারিখের পত্র দ্বারা সর্তক করা হয়। পরবর্তীতেও তাহাকে সর্তক করা হয়। প্রথম পক্ষের চাকুরীর খতিয়ান ভাল নয়। তিনি ৯-১০-৯৪ ইং তারিখ হইতে বিনা অনুমতিতে চাকুরীতে অনুপস্থিত থাকিলে ১৬-১০-৯৪ ইং তারিখ তাহাকে কাজে যোগদানের জন্য রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কাজে যোগদান করেন নাই। তাই বিনা অনুমতিতে ১০ দিনের বেশী কাজে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। উক্ত পত্র বাদীর নিকট রেজিস্ট্রি ডাকযোগে এবং বিশেষ বাহক দ্বারা প্রেরণ করা হয়। প্রথম পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুযোগ পত্র প্রেরণ না করায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখ টারমিনেশন পত্রপ্রাপ্ত হন। প্রথম পক্ষ হাজতে থাকাকালীন জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে একটি রিপ্রেজেন্টেশন দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করেন যাহা জেল কর্তৃপক্ষ ১২-১১-৯৪ ইং তারিখ অগ্রবর্তী করেন। উক্ত রিপ্রেজেন্টেশনে কোন তারিখ ছিল না। কিন্তু উক্ত রিপ্রেজেন্টেশন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং ৬-১২-৯৪ ইং তারিখের পত্র হইতেই বুঝা যায় যে প্রথম পক্ষ উদ্দেশ্য-

মূলকভাবে তামাদি এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে নির্বাচনে প্রথম পক্ষ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন উহা ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রার কর্তৃক গৃহীত হয় নাই যেহেতু উক্ত নির্বাচন ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী। ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রারের নির্দেশক্রমে পরবর্তীতে ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির নির্বাচন করা হয়। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে অযথা হয়রানী করার জন্য অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত কি?

(২) ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখের টারমিনেশনের আদেশটি বৈধ হইয়াছে কি?

(৩) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ :

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখের ঢাকা জি একস/পি-৩১০৭৬/৩৪৪ নম্বর স্মারক প্রদর্শনী-জ দ্বারা চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ১৯-১১-৯৪ ইং তারিখ হাজত হইতে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ৩-১২-৯৪ ইং তারিখ টারমিনেশন পত্র পান এবং শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে ১৫ দিনের মধ্যে ৬-১২-৯৪ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষ কোন চ্যালেঞ্জ করেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী উপরোক্ত অনুযোগ পত্র ছাড়াও তিনি হাজতে থাকাকালীন জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন যাহা জেল কর্তৃপক্ষ যাহা জেল কর্তৃপক্ষ ১২-১১-৯৪ ইং তারিখ প্রতিস্বাক্ষর করিয়া ঐ দিনই ৯৬৫৪ নম্বর স্মারকে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। ঢাকা বিভাগের উপ-মহাকারা পরিদর্শকের কার্যালয়ের ১২-১১-৯৪ ইং তারিখের ৯৬৫৪ নম্বর স্মারক প্রদর্শনী-ক হইতে দেখা যায় যে ঐ তারিখ কারা কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষের অনুযোগ পত্র বিমান কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ জেরার সময় ১২-১১-৯৪ ইং তারিখের উপরোক্ত পত্রের নীচে তাহার দস্তখত স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ টারমিনেশন পত্রটি কবে পাইয়াছেন বা উক্ত বিষয় কবে জানিতে পারিয়াছেন সেই সম্বন্ধে অনুযোগ পত্রে কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখের টারমিনেশন পত্রটি প্রথম পক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে এবং বিশেষ বাহক মারফত প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষের নিকট রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরিত পত্র প্রদর্শনী-জ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে একটা পত্রে সর্বদা অনুপস্থিত থাকায় ফেরত দেওয়া হইয়াছে এবং অন্য পত্র ফেরত এবং মালিক না থাকায় নূতন ঠিকানায় পাঠানো হইয়াছে। প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে জেরার সময় এই

মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, পিয়ন রহমত উল্লাহ ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখ তাহার নিকট টারমিনেশন পত্র নিয়ে যায় এবং তিনি উহা রাখেন। কিন্তু দস্তখত দেন নাই। উক্ত বিষয় স্বাক্ষী সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। কিন্তু দুঃর্ভাগ্য বশতঃ দ্বিতীয় পক্ষের ১ নম্বর স্বাক্ষী হিসাবে পিয়ন মোঃ রহমত উল্লাহ জেরার সময় স্বীকার করেন যে, তিনি প্রদর্শনী-খ (পত্র বিতরণের কাগজ) উর্ধতন কর্মকর্তার চাপে লেখেন এবং দস্তখত করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি টারমিনেশন পত্র দিতে যাইয়া প্রথম পক্ষকে বাসায় পান নাই এবং উহা তাহাকে দিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের ২ নম্বর স্বাক্ষী এখনও বাংলাদেশ বিমানে কর্মরত থাকিয়া জেরার সময় যহা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে তিনি প্রথম পক্ষ কর্তৃক বাধ্যগত হইয়াই জেরার সময় উপরোক্ত কথা বলিয়াছেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি জেল থেকে বাহির হইয়া ৩-১২-৯৪ ইং তারিখ টারমিনেশন পত্রটি পান এবং ৬-১২-৯৪ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু পূর্বেই আলোচ্য করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ জেলাখানা হইতে ১২-১১-৯৪ ইং তারিখ জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। তাছাড়া প্রথম পক্ষ যে, ৩-১২-৯৪ ইং তারিখ টারমিনেশন পত্র পাইয়াছেন উহার কোন প্রমাণও নথিতে নাই। ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয় এবং তিনি জেলখানা হইতে জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১২-১১-৯৪ ইং তারিখ অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু শ্রমিক নিয়োগ (স্হায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে অনুযোগের কারণ উদ্ভব হওয়ায় ১৫ দিনের মধ্যেই রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম পক্ষ উক্ত সময়-সীমার মধ্যে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন নাই। আর জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরিত অনুযোগ পত্রে টারমিনেশনের বিষয় জানা সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ নাই। তিনি কবে টারমিনেশনের বিষয় প্রথম জানিতে পারিলেন উহা প্রমাণের দায়িত্ব তাহার উপরেই ন্যস্ত। জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম পক্ষ টারমিনেশনের পর হইতেই উক্ত বিষয় জানিতেন। তাই নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ না করায় মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। অতএব এই বিচার্য বিষয়টি প্রথম পক্ষের প্রতিকূলে সাব্যস্ত করা হইল।

বিচার্য বিষয় নম্বর-২ঃ

দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী জবাবের ১০ দফার শেষ দিকে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ ৯-১০-৯৪ ইং তারিখ হইতে কাজে অনুপস্হিত থাকায় এবং ১০ দিনের মধ্যে তিনি কাজে যোগদান না করায় ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখের ঢাকা জিএকস/পি-৩১০৭৬/৯৪/৩৪৪ নম্বর স্মারক (চাকুরীর অবসান পত্র), প্রদর্শনী-ছ হইতে দেখা যায় যে, ৯-১০-৯৪ ইং তারিখ হইতে ১০ দিনের অধিক অননুমোদিতভাবে অনুপস্হিত থাকার কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হইয়াছে। ৯-১০-৯৪ ইং তারিখ হইতে অনুপস্হিত দেখাইয়া ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হইয়াছে। কিন্তু ৯-১০-৯৪ ইং তারিখ হইতে ১৮-১০-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ দিন হয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের জবাবের ১০ দফার শেষ দিকে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অননুমোদিতভাবে অনুপস্হিত থাকিয়া ১০ দিনের মধ্যে কাজে যোগদান না করায় তাহাকে ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখ চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। কিন্তু শ্রমিক নিয়োগ (স্হায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩)(ঘ) ধারার বিধান মতে অননুমোদিতভাবে ১০ দিনের বেশী অনুপস্হিত থাকিলেই কেবল উপরোক্ত বিধানে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা যায়। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের অননুমোদিতভাবে মোট ১০ দিন অনুপস্হিত থাকার কারণেই

তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হইয়াছে যাহা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের পরিপন্থী। তাছাড়া টারমিনেশন আদেশে টারমিনেশনের কারণ উল্লেখ থাকায় উহা টারমিনেশন সিমপ্লিসিটরের পর্যায়ে পড়ে না। আর শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭ ধারার বিধান মতে টারমিনেট করিতে হইলে যে বিধান পালন করা বাধ্যতামূলক বর্তমান ক্ষেত্রে উহার কিছুই করা হয় নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ককালীন সময় বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের প্রার্থনা ভেগ্‌বা অস্পষ্ট এবং অনুযোগ পত্রটি তামাদি দোষে বারিত। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ পূর্ব হইতে টারমিনেশনের বিষয়টি জানিতেন। তামাদি সংক্রান্তে আমি পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি এবং উক্ত বিচার্য বিষয়টি প্রথম পক্ষের প্রতিকূলে সাব্যস্ত হইয়াছে বিধায় আর কোন আলোচনার সুযোগ নাই।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, তামাদি বিষয় জানার পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ও পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন এবং সভাপতি হিসাবে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন সময় মালিক পক্ষের সহিত দরকষাকষি করার কারণেই তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেশনের নামে বরখাস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু টারমিনেশনের সময় প্রথম পক্ষ যে, বাংলাদেশ বিমান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন এবং সভাপতি হিসাবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করিতে যাইয়া কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছে সেই সম্বন্ধে প্রথম পক্ষ কোন কিছুই দাখিল করিতে পারেন নাই। অতএব উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখের টারমিনেশনের আদেশটি বৈধ নয়। তাই এই বিচার্য বিষয়টি প্রথম পক্ষের অনুকূলে সাব্যস্ত করা হইল।

বিচার্য বিষয় নম্বর-৩ঃ

মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত বিধায় প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

যুক্তিতর্ককালীন সময় শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন এবং তিনি পরবর্তীতেও কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

অপরদিকে মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত মর্মে মৌখিক-ভাবে মতামত প্রদান করিয়াছেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে,

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ২৮-১০-৯৫

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৪৩/১৯৯৪

মোঃ রেজাউর রহমান
১৩৯৮ পূর্ব জুরাইন,
থানা ডেমরা,
ঢাকা ১২০৪।
প্রথম পক্ষ।

বনাম

কাজলা ষ্টীল এন্ড রি-রোলিং মিলস লিঃ,
পক্ষে- ইহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
কাজলা, ডেমরা রোড,
ঢাকা ১২০৪।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
কাজলা ষ্টীল এন্ড রি-রোলিং মিলস লিঃ,
কাজলা, ডেমরা রোড, ঢাকা ১২০৪।

(৩) ম্যানেজার,
কাজলা ষ্টীল এন্ড রি-রোলিং মিলস লিঃ,
কাজলা, ডেমরা রোড, ঢাকা ১২০৪।
দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহম্মদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ২৩-১০-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ইং ২১-৯-৮৬ তারিখ ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে যোগদান করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মোট মজুরী ছিল ২,৭৮৩ টাকা। প্রথম পক্ষ কাজলা ষ্টীল এন্ড রি-রোলিং মিলস লিঃ শ্রমিক/কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। উক্ত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঢাকা ৩১৩৯। শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করার কারণে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের সহিত বিমাতা সুলভ আচরণ করিতে থাকেন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষ কয়েকবারই চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য করেন। ইউনিয়ন তৎপরতার কারণে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের চাকুরীর ক্ষতিসাধন এবং ট্রেড ইউনিয়ন ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। উক্ত হীনস্বার্থ, অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিনা কারণে ইং ২৮-৫-৯৪ তারিখ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষ একটি মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ পত্র প্রদান করেন এবং তাহাকে তদন্তকালীন বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষ ইং ১-৬-৯৪ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। প্রথম পক্ষের জবাব

সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও ইং ৪-৬-৯৪ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে ইং ৯-৬-৯৪ তারিখ তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত তদন্ত কমিটিতে ভারাটিয়া ভোলানাথ সাহেবকে আই, পি, এম, এর সদস্য দাবী করিয়া সভাপতি করা হয় এবং দ্বিতীয় পক্ষেরঅধীনস্থ একজনকে সদস্য করা হয়। তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের কর্মস্থল কাজলা ষ্টীল এন্ড রি-রোলিং মিলস এ তদন্ত না করিয়া বহুদূরে দ্বিতীয় পক্ষের নিয়ন্ত্রিত মাস্তান প্রধান এলাকায় একটি কারখানায় তদন্তের ব্যবস্থা করেন। প্রথম পক্ষ তদন্তে হাজির হইলে পূর্ব লিখিত কাগজে কতিপয় মাস্তান প্রকৃতির লোকের মধ্যে একজন তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান দাবী করিয়া তাহাকে জোরপূর্বক স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। প্রথম পক্ষকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইং ৯-৬-৯৪ তারিখ কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হয় নাই। কোনরূপ তদন্ত না হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা ও বানোয়াট তদন্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ৩নং দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষরিত ইং ১৩-৬-৯৪ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। ইং ১৩-৬-৯৪ তারিখের বে-আইনী বরখাস্ত আদেশ প্রথম পক্ষের হস্তগত হইলে তিনি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ গ্রীভান্স নোটিশ বিবেচনা না করিয়া সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। এমতাবস্থায় বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার পূর্বক প্রথম পক্ষকে পূর্ণ বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্মিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। বর্তমান মালিকের ছোট ভাই মিলের মালিক থাকাকালীন প্রথম পক্ষ ৩ (তিন) বৎসর কাজ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ মিলের মালিক হইবার পরে প্রথম পক্ষ তাহার যাবতীয় পাওনা নিয়া চাকুরী ত্যাগ করেন। ইং ১-৫-৯০ তারিখ বর্তমান মালিকের অধীন প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিয়া বরখাস্তের দিন পর্যন্ত কাজ করেন। ইং ২৮-৫-৯৪ তারিখ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অসদাচরণের জন্য অভিযোগ পত্র প্রদান করা হয় এবং প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ইং ২১-৬-৯৪ তারিখ জবাব দাখিল করেন। দ্বিতীয় পক্ষ জবাবে সন্তোষ্ট না হওয়ায় ইং ৯-৬-৯৪ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করিয়া তদন্ত কমিটি ইং ৪-৬-৯৪ তারিখ প্রথম পক্ষের নিকট তদন্ত নোটিশ প্রেরণ করেন। প্রথম পক্ষ তদন্তে উপস্থিত হইলে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ প্রদান করিয়া নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয়। প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে অভিযোগকারীর পক্ষে দুই জন স্বাক্ষী পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষ তাহাদের জেরা করিতে অস্বীকার করেন। প্রথম পক্ষ একজন স্বাক্ষী হাজির করেন। তদন্ত কমিটি ইং ১১-৬-৯৪ তারিখ প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া ইং ১৩-৬-৯৪ তারিখ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষকে ইউনিয়নের তৎপরতার কারণে ডিসমিস করার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট। তাই উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ :

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে ইং ১৩-৬-৯৪ তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। ইহাও স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ইং ২৬-৬-৯৪ তারিখ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধানমতে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-১০ প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহার অনুযোগ পত্র বিবেচনা না করায় তিনি বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন। এমতাবস্থায় মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে কোন বাধা নাই। তাই এই বিচার্য বিষয়টি প্রথম পক্ষের অনুকূলে সাব্যস্ত করা হইল।

বিচার্য বিষয় নম্বর ২ :

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। ইহাও স্বীকৃত যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ মিলের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। তিনি যে রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন উহা প্রমাণের জন্য প্রথম পক্ষ ইউনিয়নের কিছু কাগজপত্র, প্রদর্শনী-২ ও ৩ দাখিল করিয়াছেন। আর প্রথম পক্ষ যে, ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে দাবীনামা পেশ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের সহিত চুক্তি পত্র সম্পাদন করিয়াছেন উহার সমর্থনেও প্রথম পক্ষ, প্রদর্শনী-৪ ও ৫ দাখিল করেন। প্রথম পক্ষ যে মিনিমাম ওয়েজ বোর্ডের সদস্য ছিলেন সেই মর্মেও তিনি, প্রদর্শনী-৬ দাখিল করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ইউনিয়নের কার্যকলাপের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া প্রহসনমূলক তদন্তপূর্বক তাহাকে বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অসদাচারণের সঠিক অভিযোগ আনয়ন করিয়া নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র, প্রদর্শনী ১—১০ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, ঘটনার বিষয় তিনি থানায় বা ম্যানেজম্যান্টের নিকট কিছুই জানাননি। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি তদন্ত এবং তদন্ত স্থান সম্বন্ধে আপত্তি করেন নাই। আর তাহার একজন সাথের লোককেও আটকাইয়া জোরপূর্বক দস্তখত নেওয়া হয়।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী মোজাফফর হোসেন, সেলস ম্যানেজার জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, ইং ৯-৬-৯৪ তারিখ তদন্তের সময় অভিযোগের স্বপক্ষে দুইজন সাক্ষ্য প্রদান করেন। কিন্তু প্রথম পক্ষ তাহাদের জেরা করিতে অস্বীকার করেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষে সেন্টু সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর প্রথম পক্ষকে তাহার বক্তব্য প্রদান করিতে বলিলে তিনি জানান যে জবাবে সে সব কিছু বলিয়াছে। স্বাক্ষী এই মর্মেও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত আইনানুযায়ী হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত

সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। তিনি তদন্ত বিবরণী এবং তদন্ত প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-ক ও খ প্রমাণ করেন। তাহাকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে অভিযোগের স্বপক্ষে কেউ সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। উক্ত বিষয় তিনি অস্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তদন্ত প্রতিবেদনের সমস্ত পাতায় দস্তখতের নীচে তারিখ নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষ জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, তদন্ত বিবরণীর সমস্ত দস্তখত তাহার এবং সাদা কাগজে তাহার দস্তখত নেওয়া হয় জোরপূর্বক। যদি সাদা কাগজে জোরপূর্বক তাহার দস্তখত নেওয়া হইয়া থাকে তবে উক্ত বিষয় থানায় বা ম্যানেজম্যান্টের নিকট না জানানোর কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, উক্ত বিষয় যে কোথাও জানান নাই তিনি সেই মর্মে স্বীকার করিয়াছেন। আর প্রথম পক্ষ যদিও তাহার আরজিতে তদন্ত এবং তদন্ত স্থান সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করিয়াছেন কিন্তু জেরার সময় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, উক্ত বিষয় তিনি কোন আপত্তি করেন নাই। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষের একজন লোককে জোরপূর্বক আটকাইয়া তাহার দস্তখত নেওয়া হইয়া থাকিলে সেই লোককে কেন প্রথম পক্ষ আদালতে হাজির করিলেন না তাহা বোধগম্য নহে। প্রথম পক্ষ তাহার আরজিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব লিখিত কাগজে তদন্তের দিন জোরপূর্বক তাহার দস্তখত নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহার জবানবন্দিতে এবং জেরাতে পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, কিছু সাদা কাগজে তাহার দস্তখত নেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের জবানবন্দি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

যুক্তিতর্ককালীন সময়ে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, যে অভিযোগ পূর্বে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে সেই অভিযোগে পরবর্তীতে প্রথম পক্ষকে শাস্তি দেওয়া যায় না। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে অভিযোগ প্রমাণ হয় নাই এবং এই মোকদ্দমায় যিনি দ্বিতীয় পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন (তদন্ত কমিটির সদস্য) তিনি ঘটনার সহিত জড়িত বিধায় তদন্ত কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। আর প্রথম পক্ষকে যে কঠিন সাজা প্রদান করা হইয়াছে যাহা তাহার প্রাপ্য নহে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে যে অভিযোগে ডিসমিস করা হইয়াছে সেই অভিযোগ পূর্বে কখনো তাহার বিরুদ্ধে আনা হয় নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষের সাক্ষী ঘটনার সহিত কোনভাবেই জড়িত নয়। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষকে তদন্তে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং আইনানুযায়ী তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। যে অভিযোগে একবার ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই অভিযোগে কাউকে পরবর্তীতে বিচার করা যাইবে না মর্মে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী যে বক্তব্য রাখিয়াছেন উহার সমর্থনে তিনি ১৩ বিএলডি (এডি) (১৯৯৩) এর ৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স (অভারসিস) লিঃ বর্তমানে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ আপীলান্ট বনাম তাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং অন্য একজন প্রতিপক্ষ মোকদ্দমায় সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন।

In that case their lordships have observed—

> "If a master on discovering that his servant has been guilty of misconduct which would justify a dismissal yet elects to continue him in his service, he cannot dismiss him on account of that which he has waived or condoned."

আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য মতে যে অভিযোগে প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করা হইয়াছে সেই অভিযোগ পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে কখনো আনা হয় নাই। অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৭ হইতে দেখা যায় যে, সেখানে ইং ১৭-৫-৯৪ তারিখ সকাল ৯.০০ টার সময় প্রোডাকশন ম্যানেজারের সহিত দুর্ব্যবহার করা এবং এক পর্যায়ে তাহাকে

মারিতে উদ্যত হওয়ার অভিযোগ আনা হইয়াছে। সেখানে যদিও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কিছু দিন পূর্বেও, প্রথম পক্ষ মার্কেটিং অফিসারের সহিত ঐরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছে এবং তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে তবে ক্ষমা চাওয়ায় তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত অভিযোগে তাহাকে ডিসমিস করা হয় নাই। তাহাকে ইং ১৭-৫-৯৪ তারিখের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে বরখাস্তের মত কঠিন শাস্তি প্রদান না করিয়া নিম্ন শাস্তিও প্রদান করা যাইত। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৩২ ডি এল আর (১৯৮০) এর ৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোঃ ওজিউল্লাহ এবং অন্য একজন দরখাস্তকারী বনাম-সেক্রেটারী, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এবং অন্যান্য প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্তমান মোকদ্দমায় প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে প্রোডাকশন ম্যানেজারের সহিত দুর্ব্যবহার এবং এক পর্যায়ে তাহাকে মারিতে উদ্যত হওয়ার মত গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছে। আর তিনি পূর্বেও এই ঘটনায় জড়িত থাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ ঘটনা ঘটিবে না মর্মে আশ্বাস দেওয়ায় তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই এতবড় গুরুতর অভিযোগে যে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে উহা যুক্তিসংগত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

যদিও প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত আইনানুযায়ী হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই কিন্তু তদন্ত কার্যক্রম এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, সেখানে বে-আইনী কিছু নাই। তা'ছাড়া আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষের এবং তাহার স্বাক্ষী দস্তখত নেওয়া সম্বন্ধে এবং তদন্তের স্থান সম্পর্কে প্রথম পক্ষ কোথাও কোন অভিযোগ করেন নাই।

অতএব উপরের আলোচনার আলোকে এবং দাখিলী কাগজপত্র ও সাক্ষীদের জবানবন্দি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাই প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। যদিও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য মোকদ্দমা মঞ্জুরের পক্ষে মৌখিক মতামত প্রদান করিয়াছেন কিন্তু তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

অপরদিকে মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে মৌখিক মতামত প্রদান করেন যে, সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় প্রথম পক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দো'তরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ ২৩-১০-৯৫

আই, আর, ও, মামলা নং ২৯/৯৪

মোঃ ফজলুল হক,
পিতামৃত বাদশা মিয়া,
গ্রাম ও পোঃ আমিরাবাদ,
থানা বেগমগঞ্জ,
জিলা নোয়াখালী—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) চৌধুরী ফ্রিজিং কোম্পানী লিঃ
ইহার প্রতিনিধিত্বে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং,
দ্বিতীয় তলা, রুম নং ৩১২,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০।

(২) ম্যানেজার (কারখানা)
চৌধুরী ফ্রিজিং কোং লিঃ
সাং হাসনাবাদ,
পোঃ ঢাকা জুট মিলস লিঃ,
থানা কেরানীগঞ্জ, ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষ।**

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ ৩০-৯-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ১৯৭৭ সনে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ওয়েলডার কাম-মেশিন হেল্পার হিসাবে যোগদান করেন। কর্তৃপক্ষ তাহার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অপারেটর পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। প্রথম পক্ষের দক্ষতা ও সততার স্বীকৃতিস্বরূপ তাহাকে ১৯৮২ সনে মেশিন ইনচার্জ তথা ফোরম্যান পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ৩,০০০ টাকা। প্রথম পক্ষ ইং১২-৪-৯৪ তারিখ বেতন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট হাতে হাতে আবেদন পত্র দেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত পত্র পাওয়ার পরে প্রথম পক্ষের বেতন বৃদ্ধি না করিয়া সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে তাহাকে ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে কাজে বিরত রাখেন। তাহাকে ফটোসহ চাকরীর জন্য নতুন ভাবে দরখাস্ত করিতে বলেন এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। উহার প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ ইং ১৬-৪-৯৪ তারিখ ডেমরা থানায় একটি সাধারণ ডাইরী করেন। ইং ১২-৪-৯৪ তারিখের পর হইতে প্রথম পক্ষ প্রতিদিন দ্বিতীয় পক্ষের কারখানায় উপস্থিত হইয়া কাজে যোগদানের অনুমতির প্রার্থনা করিলেও কোন ফল হয় নাই। প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিস, ডিসচার্জ, টারমিনেশন বা রিট্রেঞ্চ কোন কিছুই করা হয় নাই। তিনি এখনও চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন এবং মজুরী পাইতেছেন। প্রথম পক্ষ ইং ২৭-৪-৯৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ বরাবর রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে কাজে

যোগদান করিবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। উহার পরও প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিতে না দেওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়া বকেয়া মজুরীসহ কাজ দিবার নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোন কারণ নাই এবং মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষ বহুদিন যাবত তাহার নিজস্ব ওয়েল্ডিং ব্যবসা চালানোর জন্য চাকুরী হইতে ইস্তফা দেন। প্রথম পক্ষকে ইস্তফা পত্র তুলিয়া দিবার জন্য বহুবার বলা হইলেও তিনি উহা তুলিয়া নেন নাই। তাই ইং ২৪-১০-৯০ তারিখ তাহার ইস্তফা পত্র গ্রহণ করা হয়। পরবর্তিতে প্রথম পক্ষ ব্যবসায় সুবিধা করিতে না পারিয়া এবং অপর দুইটি কোল্ড ষ্টোরেজে চাকুরী করিয়া সেখান হইতে বহিস্কৃত হইয়া ১৯৯২ সনের মিলাদুন নবীর দিন পুনরায় দ্বিতীয় পক্ষের অধীন চাকুরী করিবার জন্য আসেন এবং বিশেষভাবে অনুরোধ করেন ও তাহার ভুলের জন্য ক্ষমা চান। প্রথম পক্ষের সহিত তাহার শ্বশুর আসেন এবং অনুরোধ করেন। এমতাবস্থায় একান্ত মানবিক কারণে প্রথম পক্ষকে পুনরায় ওয়েল্ডিং এর কাজে নেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ নিজ ওয়েল্ডিং দোকানে কাজ সমাধা করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের কারখানায় আসিতেন। তখন তিনি মনোযোগসহকারে কাজ করিতে পারিতেন না বরং নির্জীব ও ক্লান্ত থাকিতেন এবং ঝিমাইয়া পড়িতেন। এমতাবস্থায় কারখানায় মেশিন সমূহ যে কোন সময় ভাংগিয়া যাওয়ার ঝুঁকি থাকিত এবং হিমাগারের মালামাল সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকিত। তদুপরি প্রথম পক্ষের কাজে অবহেলার জন্য ৩/৪ মাসে দ্বিতীয় পক্ষকে গ্যাস ও ইলেকট্রিক বিল বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা বেশী পরিশোধ করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষকে নিয়মিতভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য কয়েকদিন বলা হইলে তিনি হঠাৎ ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া কাজে যোগদান হইতে বিরত থাকেন। খোঁজ নিয়া জানা গিয়াছে যে তিনি নিজের ওয়েল্ডিং এ কাজ করেন। ইং ১১-২-৯৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের হিমাগার হইতে আলু চুরি যাওয়ার জন্য কেরানীগঞ্জ থানায় জালাল হোসেন খান এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। উক্ত মোকদ্দমা বর্তমানে বিচারাধীন আছে। পরবর্তীতে প্রকাশ পায় যে, উক্ত চুরির ঘটনার সহিত প্রথম পক্ষও জড়িত ছিল। উক্ত বিষয় জানাজানি হইলে ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ গা ঢাকা দেন এবং পরবর্তীতে নিজেকে বাঁচাইবার কুমতলবে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। পরে প্রথম পক্ষ ও দারোয়ান আবদুর রউফকে কেরানীগঞ্জ থানার মোকদ্দমার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হয়। প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিক নন। প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। তথাপিও প্রথম পক্ষ যদি তাহার কৃত অপরাধের জন্য এবং বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকার জন্য বিজ্ঞ আদালতে অনুশোচনা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে নিয়মিত ও রীতিমত ৮ (আট) ঘন্টা কাজ করার অঙ্গীকার দেন ও বকেয়া কোন বেতন দাবী না করেন তবে একান্ত মানবিক কারণে প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিবার অনুমতি দিতে দ্বিতীয় পক্ষ সম্মত আছেন। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ আছে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ :

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ ইং ১২-৪-৯৪ তারিখের পর হইতে দ্বিতীয় পক্ষ কারখানায় কাজ করেন নাই বা তাঁহাকে কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ইং ১২-৪-৯৪ তারিখের পরে প্রায় প্রতিদিনই প্রথম পক্ষ কারখানায় উপস্থিত হইয়া মালে কাজ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেও তাহাকে কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই। তাই তিনি কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদানের নিমিত্ত ইং ২৭-৪-৯৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট লিখিতপত্র, প্রদর্শনী-৩ প্রমাণ করেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। তাই দেখা যায় যে, ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের কারখানায় কাজ না করার বিষয় স্বীকৃত। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কারণ আছে বিধায় এই বিচার্য বিষয় তাহার অনুকূলে সাব্যস্ত হইল।

বিচার্য বিষয় নম্বর ২ :

১৯৭৭ সন হইতে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের কারখানায় ইং ২৪-১০-৯০ তারিখ পর্যন্ত কাজ করার বিষয় স্বীকৃত। দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ কয়েক বৎসর কাজ করিয়া ১৯৯০ সালে কাজে ইস্তফা দেন, যাহা ইং ২৪-১০-৯০ তারিখ গৃহীত হয়। অতঃপর প্রথম পক্ষ ব্যবসায় সুবিধা করিতে না পারিয়া এবং অন্য দুইটি কোল্ড স্টোরেজে চাকুরী করিয়া সেখান হইতে বহিস্কৃত হইয়া ১৯৯২ সনের মিলাদুন নবীর দিন পুনরায় দ্বিতীয় পক্ষের নিকট আসিয়া পূর্বের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চাকুরীর জন্য অনুরোধ জানাইলে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে তাহাকে পুনরায় ওয়েল্ডিং এর কাজ দেওয়া হয় এবং তিনি কাজ করিতে থাকেন। ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া তিনি কাজে অনুপস্থিত থাকেন। দ্বিতীয় পক্ষের আরও মোকদ্দমা এই যে, ইং ১১-২-৯৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের হিমাগার হইতে আলু চুরির জন্য জালাল হোসেন খান এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ থানায় একটি মোকদ্দমা দায়ের করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত মোকদ্দমায় প্রথম পক্ষ ও দায়োয়ান আবদুর রউফকে সংশ্লিষ্ট করা হয়। সেই কারণেই প্রথম পক্ষ ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে গা ঢাকা দিয়া নিজেকে বাচাইবার কুমতলবে এই মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেন। প্রথম পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে কাজে অনুপস্থিত আছেন কিনা বা উক্ত তারিখ হইতে ২য়ঃ পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করা হইতে বিরত রাখিয়াছেন কিনা উহা এই মোকদ্দমার মূল বিচার্য বিষয়।

প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে তিনি নিজে এই মোকদ্দমার জবানবন্দি করেন। তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-৪-৫(ক) প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি ইং ২৪-১০-৯০ তারিখের ইস্তফাপত্র, প্রদর্শনী-ক স্বীকার করেন এবং প্রদর্শনী-ক এ তাহার দস্তখত স্বীকার করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় পক্ষের কারখানার সকলের সহিত তাহার ভাল সম্পর্ক আছে। ১৯৭৭ সনের পরে তিনি আর কোন কারখানায় চাকুরী করেন নাই মর্মেও স্বীকার করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের ১ নম্বর স্বাক্ষী খলিলুর রহমান চৌধুরী (১ নং ২য়ঃ পক্ষ) তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। তিনি এই মর্মে জবানবন্দি করেন যে, শর্তসাপেক্ষে প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিতে দিতে রাজী আছেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন

যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিস, টারমিনেট ইত্যাদি কিছুই করা হয় নাই। জেরার সময় তিনি আরও স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষ যে নিজের কারখানায় কাজ করিতেন সেই সম্বন্ধে তাহার দরখাস্তে উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় পক্ষের ২ নম্বর স্বাক্ষী মোঃ ফারুক হোসেন, হিসাব রক্ষক, হেড অফিস, পাইওনিয়ার কোল্ডষ্টোরেজ এন্ড আইস প্ল্যান্ট লিমিটেড তাহাদের জেনারেল ম্যানেজার কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট, প্রদর্শনী-খ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি যে পাইওনিয়ার কোল্ড ষ্টোরেজ এন্ড আইস প্ল্যান্ট লিমিটেড এ চাকুরী করেন উহার কোন প্রমাণ দাখিল করেন নাই। তাহাকে প্রথম পক্ষ হইতে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, তিনি প্রদর্শনী-খ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন না। উক্ত বিষয় স্বাক্ষী অস্বীকার করেন।

প্রথম পক্ষ তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করতঃ তাহার বেতন বৃদ্ধির জন্য, ইং ১২-৪-৯৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট দরখাস্ত, প্রদর্শণী-১ দাখিল করেন। কিন্তু উহা যে দ্বিতীয় পক্ষ পাইয়াছেন এমন কোন প্রমাণ নাই। আর রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ইং ২৭-৪-৯৪ তারিখ কাজে যোগদানের জন্য দরখাস্ত, প্রদর্শনী-৩ দাখিল করেন। উহা যে দ্বিতীয় পক্ষ পান নাই সেই সম্বন্ধে প্রথম পক্ষের স্বাক্ষীকে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে কোন সাজেশন দেওয়া হয় নাই। আর প্রথম পক্ষকে চুক্তির মোকদ্দমায় পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে সেই মর্মে দ্বিতীয় পক্ষ কোন কিছুই দাখিল করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী সার্টিফিকেট, প্রদর্শনী-খ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ১৯৯১ সালের মে মাস হইতে ১৯৯২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাইওনিয়ার কোল্ড ষ্টোরেজ এন্ড আইস প্ল্যান্ট লিমিটেডে কাজ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ১৯৯২ সনে মিলাদুন নবীর দিন প্রথম পক্ষ কাজের জন্য আসিলে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে তাহাকে পুনরায় ওয়েল্ডিং এর কাজ দেওয়া হয়। ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখের পূর্বের কোন মজুরী দ্বিতীয় পক্ষ প্রদান করেন নাই এমন কোন কিছু প্রথম পক্ষের আরজীতে নাই। তাছাড়া প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবেও তাহার জবানবন্দিতে সেই মর্মে কোন বক্তব্য রাখেন নাই। তাই ধরে নেওয়া যায় যে, ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখের পূর্বের প্রথম পক্ষের কোন পাওনা দ্বিতীয় পক্ষের নিকট নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে শর্ত সাপেক্ষে কাজে যোগদানের অনুমতি দিতে সম্মত আছেন। প্রথম পক্ষ যদি প্রকৃতই ইং ১২-৪-৯৪ তারিখে বেতন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট আবেদন করিয়া থাকেন তবে উক্ত বিষয় কোন সিদ্ধান্ত না নিয়া ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে তাহাকে কাজে যোগদান করা হইতে বিরত রাখা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, মোকদ্দমার ভয়ে প্রথম পক্ষ কর্তৃক গা ঢাকা দেওয়ার যে বক্তব্য দ্বিতীয় পক্ষ রাখিয়াছেন সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত কোন কিছুই দ্বিতীয় পক্ষ দাখিল করিতে পারেন নাই। আর প্রথম পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কি কারণ থাকিতে পারে তাহাও বোধগম্য নয়। তাই বুঝা যায় যে প্রথম পক্ষ বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করার কারণেই তাহাকে কাজে যোগদান করা হইতে বিরত রাখা হয়। এমতাবস্থায় নিয়মিত ও রীতিমত আইনানুযায়ী কাজ করার শর্তে প্রথম পক্ষকে ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে শুধু বকেয়া মজুরীসহ কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। নিয়মিত ও রীতিমত কাজ করার শর্ত ভংগ করিলে দ্বিতীয় পক্ষ যে কোন সময় তাহার বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে লিখিত মতামত প্রদান করেন যে, তিন মাসে বকেয়া বেতনসহ প্রথম পক্ষকে ১৫ দিনের মধ্যে কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদানের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য কোন লিখিত মতামত প্রদান করেন নাই। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য কিসের উপর ভিত্তি করিয়া তিন মাসের বকেয়া মজুরী প্রদানের পক্ষে মতামত প্রদান করিবেন তাহা

বোধগম্য নয়। যাহা মউক উপরোক্ত আলোচনার আলোকে প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে,

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষকে নিয়মিত ও রীতিমত আইনানুযায়ী কাজ করার শর্তে ইং ১৩-৪-৯৪ তারিখ হইতে শুধু মূল বকেয়া মজুরীসহ ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ৩০-৯-৯৫

অভিযোগ কেস নং ৮৬/৯৩

মোঃ আজহারুল ইসলাম,
পিতা মোঃ জুলমত আলী মিয়া,
সাং বাড়িয়াসনি,
উপজেলা রূপগঞ্জ,
জেলা নারায়ণগঞ্জ।
গুদাম রক্ষক,
বি, এ, ডি, সি
মুন্সীগঞ্জ জোন,
জিলা মুন্সীগঞ্জ —**বাদী**।

বনাম

(১) নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ),
বি, এ, ডি, সি, নারায়ণগঞ্জ রিজিয়ন,
জেলা নারায়ণগঞ্জ।

(২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন,
ইহার পক্ষে চেয়ারম্যান,
কৃষি ভবন, দিলকুশা বা/এ,
থানা মতিঝিল, ঢাকা।

(৩) সচিব,
বি, এ, ডি, সি, কৃষি ভবন,
দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা—**বিবাদীগণ**।

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ ২৩-৯-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে বাদীর মোকদ্দমা এই যে, বাদী ইং ২৭-৫-৬৫ তারিখ বিবাদীদের করপোরেশনে চেইনম্যান কাম-পিয়ন হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। ইং ১৬-১০-৭৪ তারিখ তিনি ষ্টোর কিপার হিসাবে পদোন্নতি পান। তিনি ১৯৬৫ সন হইতে অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহার শেষ মাসিক বেতন ছিল ২,১৯০ টাকা। ইং ১৭-১০-৮৭ তারিখে ১নং বিবাদীর স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা গুদামের মালামাল অকেজো ও ঘাটতির অভিযোগে বাদীকে ইং ২৪-১০-৮৭ তারিখের মধ্যে জবাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। বাদী অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। ইং ২-৫-৮৮ তারিখ ১নং বিবাদীর স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা বাদীকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেন এবং পূর্বের অভিযোগের আংশিক পরিবর্তন করিয়া কৈফিয়ত তলব করেন। বাদী অভিযোকৃত মালামাল সরেজমিনে বুঝাইয়া দিবার এবং প্রয়োজনীয় জটিলতা নিরসনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট ইং ১৩-৫-৮৮, ২-১০-৮৮, ২৬-৯-৮৮ ইং ৯-১২-৮৮ তারিখ লিখিত আবেদন করিলেও কোন ফল হয় নাই। ইং ৬-৭-৮৯ তারিখের পত্র দ্বারা পূর্বের অভিযোগ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া বিপুল পরিমাণ মালামাল ঘাটতির অভিযোগ আনেন। মিথ্যা অভিযোগের বিশদ ব্যাখ্যাসহ বাদী ইং ৩০-৭-৮৯ তারিখ জবাব দাখিল করেন। বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রদানে ব্যর্থ হইয়া ইং ২১-৮-৮৯ তারিখের ১নং বিবাদী স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা বাদীকে পূর্বতন পদে পুনর্বহাল করা হয় এবং তিনি বিবাদীদের মুন্সীগঞ্জ জোনাল অফিসে কর্মরত থাকেন। উক্ত পত্রে বাদীর বকেয়া পাওনাদি পরিশোধের কোন আদেশ প্রদান করা হয় নাই। বাদীকে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ইং ২-৫-৮৮ তারিখ হইতে ইং ২১-৮-৮৯ তারিখ পর্যন্ত ১ বৎসর ৪ মাস সাময়িক ভাবে বরখাস্ত রাখা হয় এবং উক্ত সময় তাহাকে শুধু অর্ধেক বেতন এবং বেতনের অর্ধেক বোনাস প্রদান করা হয়। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন অনুযায়ী ৬০ দিনের বেশী কোন শ্রমিককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে রাখা যায় না। তাই বাদী বে-আইনীভাবে সাময়িক বরখাস্ত কালীন সময়ে পূর্ণ বেতন ও অন্যান্য বেতন পাইতে অধিকারী। বাদী উহা পাওয়ার জন্য বার বার লিখিত ও মৌখিক আবেদন করিয়াও কোন প্রতিকার পান নাই। তাই বাদী বাধ্য হইয়া অত্র আদালতে ১০৪/৯১ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমা মঞ্জুর হইলে প্রার্থনা অনুযায়ী বিবাদী বাদীর পাওনা পরিশোধ করেন। বাদীকে পুনরায় ইং ১৭-৭-৯০ তারিখের পত্র দ্বারা সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়া ৬০ দিনের অতিরাহিত হইবার পরও তাহাকে অর্ধেক বেতন প্রদান করা হয়। তাই বাদী তাহার পাওনার জন্য অত্র আদালতে ১২১/৯২ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন, যাহা বিচারাধীন আছে। বাদীর বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রহসনমূলক তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তদন্তে বাদীর কোন জবানবন্দি নেওয়া হয় নাই এবং তাহার উপস্থিতিতে বিবাদী পক্ষের কোন স্বাক্ষীও গ্রহণ করা হয় নাই। এমনকি কথিত মালামাল ঘাটতিও বাদীর উপস্থিতিতে যাচাই করা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে কোন তদন্ত হয় নাই এবং বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। বিবাদীদের বিরুদ্ধে বাদী মোকদ্দমা দায়ের করার কারণে এবং প্রথম দাখিলকৃত মোকদ্দমায় জয়লাভ করায় বিবাদী পক্ষ বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন এবং ইং ২৮-৬-৯৩ তারিখ পত্রের মাধ্যমে বাদীকে বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাদী ইং ১৪-৭-৯৩ তারিখ আপত্তি দাখিল করেন এবং বরখাস্তের সিদ্ধান্তে বাতিলের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ উপরোক্ত বে-আইনী সিদ্ধান্ত স্থগিত না করায় বাদী বাধ্য হইয়া উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য অত্র আদালতে ৪৩/৯৩ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমার বিষয় জানিতে পারিয়া বিবাদী পক্ষ

তড়িঘড়ি করিয়া ইং ২৮-৮-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা বাদীকে অবৈধভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। বাদীকে উক্ত পত্রের কপি দেওয়া হয় নাই। বাদী ইং ৮-৯-৯৩ তারিখ বেতন লইতে যাইয়া বরখাস্তের বিষয় জানিতে পারেন এবং তখন তিনি বরখাস্ত পত্রের একটি ফটোকপি গ্রহণ করেন। বাদীসহ কতিপয় কর্মচারী বিরুদ্ধে বিবাদী পক্ষ মিথ্যা অজুহাতে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকাবস্থায় বাদীকে বে-আইনীভাবে বরখাস্ত করা হয় যাহা বিবাদীদের সার্ভিস রুলের ৫০ ধারার পরিপন্থি। বাদী বিবাদী সংস্থার সার্ভিস রুলের ৪৩ ধারার বিধান অনুযায়ী কোন সুযোগ সুবিধা পান নাই। বাদী ইং ১২-৯-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ২ নং বিবাদীর নিকট অনুযোগ পত্র প্রদান করিলেও কোন প্রতিকার পান নাই। তাই বাদী বাধ্য হইয়া ইং ২৮-৮-৯৩ তারিখের বরখাস্তের আদেশ বাতিলপূর্বক তাহাকে বকেয়া বেতনসহ পূর্ব পদে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বাদী পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে বিবাদী পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে বিবাদী পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ ইং ২৭-৫-৬৫ তারিখ চেইনম্যান-কাম-পিয়ন হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ সংস্থায় যোগদান করেন। চাকুরীতে যোগদানের পর হইতেই প্রথম পক্ষ সংস্থার মালামাল আত্মসাত, কর্তব্য কাজে অবহেলা ও নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন। খুচরা যন্ত্রাংশ-সমূহ মরিচা পড়া এবং মালামাল ঘাটতিসহ নানাবিধ অসদাচরণের অভিযোগে প্রথম পক্ষকে ইং ১৭-১০-৮৭ তারিখ কৈফিয়ত তলব করা হইলে তিনি সন্তোষজনকভাবে জবাব প্রদানে ব্যর্থ হন। প্রথম পক্ষকে ইং ১৬-৯-৮৭ তারিখ সোনারগাঁও ইউনিট-২ হইতে নারায়ণগঞ্জ রিজিয়নে বদলী করা হয়। কিন্তু বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন। তাই তাহাকে ইং ২-৫-৮৮ তারিখ চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। মালামাল আত্মসাতসহ নানাবিধ অসদাচরণের অভিযোগে বাদীকে ইং ৬-৭-৮৯ তারিখ কৈফিয়ত তলব করা হয়। দীর্ঘদিন পর ইং ৩০-৭-৮৯ তারিখ প্রথম পক্ষ যে জবাব দাখিল করেন তাহা দ্বিতীয় পক্ষের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পরবর্তীতে ইং ৭-৯-৮৯ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া প্রথম পক্ষ যে জবাব দাখিল করেন তাহাও সন্তোষজনক ছিল না। প্রথম পক্ষকে গুদামের দায়িত্বভার হস্তান্তর করার জন্য বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি দায়িত্বভার হস্তান্তর না করায় সংস্থার স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় প্রথম পক্ষের অধীনস্থ গুদাম ঘরটি সীলগালা করিয়া একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে পুনরায় খালিয়া সিজার লিষ্ট করা হয়। ইতিমধ্যে প্রথম পক্ষের সাময়িক বরখাস্তের মেয়াদ ১ বৎসর পূর্তি হওয়ায় বিভাগীয় অভিযোগ চালু থাকিবে এই শর্তে তাহাকে ইং ২১-৮-৮৯ তারিখ চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। চাকুরীতে পুনর্বহালের পর প্রথম পক্ষ তাহার পাওনা দাবী করিয়া অত্র আদালতে ১০৪/৯১ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমায় প্রদত্ত ইং ২৯-৭-৯২ তারিখের রায়ের নির্দেশ অনুসারে প্রথম পক্ষকে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আরও আত্মসাতের ঘটনা উদ্ঘাটন হওয়ায় তাহাকে ইং ১৭-৭-৯০ তারিখ পুনরায় চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত করিয়া যন্ত্রপাতি আত্মসাতের অভিযোগে কৈফিয়ত তলব করা হয়। অভিযোগসমূহ নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ৪ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক যে প্রতিবেদন দাখিল করেন উহাতে অধিকাংশ অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ইং ২৮-৬-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। ইং ১৪-৭-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষ যে জবাব দাখিল করেন তাহা দ্বিতীয় পক্ষের নিকট সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহাকে ইং ২৮-৮-৯৩ তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষকে আইনানুযায়ী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান অনুযায়ী কোন গ্রীভান্স নোটিশ প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ কোন বিভাগীয় আপীল দায়ের করেন নাই। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষ

অত্র মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে ১৯৬১ সনের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশের ৭৪ ধারার বিধান মোতাবেক কোন নোটিশ প্রদান করেন নাই। তাই এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে কি?

(২) বাদী তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ঃ

স্বীকৃত মতে বাদীকে ইং ২৮-৮-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং তিনি উক্ত বরখাস্ত আদেশ রদ ও রহিত করিয়া চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বিবাদী পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী বাদী এই মোকদ্দমা দায়েরেব পূর্বে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মতে কোন গ্রীভান্স নোটিশ প্রদান না করার কারণে মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। কিন্তু বাদী পক্ষের দাখিলী ইং ১২-৯-৯৩ তারিখের গ্রীভান্স নোটিশ, প্রদর্শনী-১২ হইতে দেখা যায় যে, বাদী উক্ত গ্রীভান্স নোটিশ ইং ১৮-৯-৯৩ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করিয়াছেন। বরখাস্তের আদেশ হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রীভান্স নোটিশ বা অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হয় নাই।

উক্ত বিষয় বাদী পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, ইং২৮-৮-৯৩ তারিখের বরখাস্ত আদেশের কপি বাদীকে প্রেরণ করা হয় নাই এবং তিনি উক্ত বিষয় কিছু জানিতেন না। তিনি ইং ৮-৯-৯৩ তারিখ বেতন লইতে গিয়া বরখাস্তের বিষয় জানিতে পারেন এবং বরখাস্ত আদেশের ফটোকপি গ্রহণ করেন। উক্ত বিষয় বিবাদী পক্ষ হইতে কোন চ্যালেন্স করা হয় নাই। তাছাড়া বাদীকে যে বরখাস্ত পত্রের কপি প্রেরণ করা হইয়াছে এমন কোন প্রমাণও বিবাদী পক্ষ দিতে পারেন নাই। তাই দেখা যায় যে বরখাস্ত আদেশের বিষয় জানার তারিখ ইং ৮-৯-৯৩ হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাদী রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রীভান্স পিটিশন বা অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাই এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে কোন বাধা নাই বিধায় বিচার্য বিষয়টি প্রথম পক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

২নম্বর বিচার্য বিষয়ঃ

স্বীকৃতমতে ইং ২৭-৫-৬৫ তারিখ হইতে বাদী চেইনম্যান কাম- পিয়ন হিসাবে বিবাদীদের সংস্থায় যোগদান করিয়া ইং ১৬-১০-৭৪ তারিখ ষ্টোর কিপার হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। বিবাদী পক্ষ তাহাদের লিখিত জবাবে বলিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষ ইং ২৭-৫-৬৫ তারিখ চাকুরীতে যোগদানের পর হইতেই দ্বিতীয় পক্ষ সংস্থার মালামাল ও যন্ত্রপাতি আত্মসাত, কর্তব্য কাজে

অবহেলা, খুচরা যন্ত্রপাংশে মরিচা পড়া ও অকেজো হইয়া পড়াসহ নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন। যদি তাই হয় তবে বাদীকে ইং ১৬-১০-৭৪ তারিখ চেইনম্যান কাম-পিয়ন হইতে ষ্টোর কিপার পদে পদোন্নতি প্রদান করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তা'ছাড়া চাকুরীর প্রথম হইতেই বাদী উপরোক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া থাকিলে এত দিন তাহাকে চাকুরীতে রাখারও যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। তাই বিবাদী পক্ষের উক্ত বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।

স্বীকৃতমতে কিছু অভিযেগের পরিপ্রেক্ষিতে ইং ২-৫-৮৮ তারিখ বাদীকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়া তাহার কৈফিয়ত তলব করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে গুদামের মালামাল আত্মসাতসহ অন্যান্য অভিযোগ আনয়ন করা হয়। কিন্তু বাদী তাহার নিকট হইতে মালামাল বুঝিয়া নিবার জন্য বিবাদী পক্ষকে ইং ১০-৫-৮৮, ২-১০-৮৮ ও ২৬-৯-৮৮ তারিখ আবেদন (প্রদর্শনী-৪) করিলেও কর্তৃপক্ষ তাহার নিকট হইতে মালামাল বুঝিয়া নেন নাই। স্বীকৃতমতে ইং ২১-৮-৮৯ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-৭ দ্বারা বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় অভিযোগসমূহ যথারীতি চালু থাকিবে। কিন্তু তাহার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইলেও তাহাকে কোন বকেয়াবেতন প্রদান করা হয় নাই। তাই তিনি অত্র আদালতে ১০৪/৯১ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা দাখিল করেন। উক্ত মোকদ্দমায় বাদী জয়লাভ করিলে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক বিবাদী পক্ষ বাদীকে তাহার পাওনা প্রদান করেন। ইং ১৭-৭-৯০ তারিখ বাদীকে পুনরায় চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। বাদী উহার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে ১২১/৯২ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন। বাদী পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রহসনমূলক তদন্তের মাধ্যমে বিবাদী পক্ষ বাদীকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করিলে বাদী উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য আবেদন করেন। বিবাদী পক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত বা বাতিল না করার কারণে বাদী বাধ্য হইয়া অত্র আদালতে ৪৩/৯৩ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করার কারণে তড়িঘড়ি করিয়া বিবাদী পক্ষ বাদীকে বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন।

বাদী তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে মোট দুই জন স্বাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। বাদী পক্ষের ১ নম্বর স্বাক্ষী হিসাবে বাদী নিজে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র, প্রদর্শনী ১—১২ প্রমাণ করেন। জেরার সময় বাদীকে বিবাদী পক্ষ হইতে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত নিরপেক্ষ হইয়াছে এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ও তিনি সময়মত অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন নাই। উক্ত বিষয় স্বাক্ষী সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। অনুযোগ পত্র সময় মত প্রেরণ করা সম্বন্ধে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। আর তদন্ত নিরপেক্ষ হওয়া সম্বন্ধে বিবাদী পক্ষ কোন প্রমাণই দিতে পারেন নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে অন্য কোন বিষয় বাদীকে বিবাদী পক্ষ জেরা করেন নাই।

বাদী পক্ষের ২ নম্বর স্বাক্ষী জনাব আবদুল ওয়াহেদ এই মর্মে জবানবন্দি করেন যে, বাদীকে বরখাস্ত করার সময় তিনি বাদীর অফিসার ছিলেন এবং বাদী তাহার তত্ত্বাবধানে ষ্টোরের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, বর্তমানে তিনি ঢাকা রিজিয়নে উর্ধতন উপ-সহকারী-প্রকৌশলী

হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, অভিযোগ আনয়নের সময়ও তিনি বর্তমান অফিসে ছিলেন। বাদী যে অফিসারের তত্ত্বাবধানে চাকুরী করিতেন বাদীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহারই প্রথম জানার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য হইলেও সত্য যে সেই অফিসার বাদী পক্ষে স্বাক্ষী প্রদান করিয়া নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা। তিনি যে মিথ্যা স্বাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন এমন কোন সাজেশনও জেরার সময় তাহাকে দেওয়া হয় নাই। তাই বাদীর মোকদ্দমায় স্বাক্ষীদের জবানবন্দি অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ নাই। তা'ছাড়া মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য বাদী পক্ষের প্রার্থনা মতে বিবাদী পক্ষের নিকট কিছু কাগজ পত্র তলব করিলেও বার বার সময় নিয়া শেষ পর্যন্ত বিবাদী পক্ষ উক্ত কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই। এমনকি যে তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে সেই তদন্ত কার্যক্রমও বিবাদী পক্ষ হইতে দাখিল করা হয় নাই। আর পর পর দুই তারিখ যুক্তিতর্কের শুনানীর জন্য দিন ধার্য করিলেও বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত হইয়া কোন যুক্তিতর্ক করেন নাই।

অপরদিকে যুক্তিতর্ককালীন সময় বাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, গুদামের মালামাল যাচাই করা হয় নাই এবং তদন্তও নিরপেক্ষ হয় নাই। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত প্রতিবেদনের ১৫ দফায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গুদামের মালামাল ঘাটতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। তাই দেখা যায় যে, যে তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে সেই তদন্ত প্রমাণ করিতেও বিবাদী পক্ষ ব্যর্থ হইয়াছেন।

অতএব উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, বাদীকে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাই উক্ত বে-আইনী বরখাস্ত আদেশ টিকিতে পারে না এবং বাদী তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য বাদীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের পরিবর্তে আইনানুযায়ী তাহাকে টারমিনেশন বা ডিসচার্জের যাবতীয় পাওনা প্রদান করার জন্য লিখিত মতামত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু স্বীকৃতমতে বাদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা ডিসমিস করা হইয়াছে। তাহাকে ডিসচার্জ বা টারমিনেট করা হয় নাই। তা'ছাড়া আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, বাদীকে বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাই তিনি তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। বাদীর ইং ২৮-৮-৯৩ তারিখের বরখাস্তের আদেশ রদ ও রহিত হইল। অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বাদীকে তাহার পূর্ব পদে পুনর্বহাল-পূর্বক তাহার বকেয়া বেতন ও ভাতাদি প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ৫৪/৯৪ ইং

মোঃ আলমগীর,
৫ নং টংসম্যান,
প্রযত্নে নাসির মিয়ার বাড়ী,
নয়ামাটি, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মালিক/সত্ত্বাধিকারী,
ওরিয়েন্ট রি-রোলিং মিলস,
৪৬ কদমতলী, শ্যামপুর,
থানা ডেমরা, ঢাকা ১২০৪।

(২) ম্যানেজার,
ওরিয়েন্ট রি-রোলিং মিলস
৪৬ কদমতলী, শ্যামপুর,
থানা ডেমরা, ঢাকা ১২০৪—**দ্বিতীয় পক্ষগণ।**

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ ঃ ২৯-৮-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ইং ৩-২-৯০ তারিখ হইতে টংসম্যানের পদে চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। তাহার চাকুরীর অতীত খতিয়ান ভাল। তাহার বর্তমান মাসিক মজুরী ১০২০ টাকা। প্রথম পক্ষের অসুস্থতার কারণে ইং ৪-৭-৯৪ তারিখ হইতে ইং ৯-৭-৯৪ তারিখ পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থাকিয়া ইং ১০-৭-৯৪ তারিখ কারখানায় হাজির হইয়া কাজে যোগদানের আবেদন পত্র দাখিল করিলে তাহাকে পর দিন আসিতে বলা হয়। তিনি পর দিন কারখানায় হাজির হইলে তাহাকে দুই দিন পর আসিতে বলা হয়। প্রথম পক্ষ দুই দিন পর ইং ১৩-৭-৯৪ তারিখ কাজ করার জন্য হাজির হইলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদানের অনুমতি না দিয়া পরে আসিতে বলেন। এইভাবে প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিতে না দিয়া বার বার ঘুরাইতে থাকে। তাই প্রথম পক্ষ ইং ১৮-৭-৯৪ তারিখ এবং ৭-৮-৯৪ তারিখ রেজিস্ট্রীপত্র দ্বারা তাহাকে কাজে যোগদান করার অনুমতির জন্য অনুরোধ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই। প্রথম পক্ষকে ডিসমিস, ডিসচার্জ, রিট্রেন্স, টারমিনেট বা সাসপেন্ড কোন কিছুই না করিয়া বে-আইনীভাবে তাহাকে কাজে যোগদান করা হইতে বিরত রাখেন। তাই প্রথম পক্ষ বকেয়া মজুরীসহ কাজে যোগদানের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে কোন দিন চাকুরীতে ছিলেন না বা নাই। তবে প্রথম পক্ষ ইং ১৮-৭-৯৪ এবং ৭-৮-৯৪ তারিখ বকেয়া বেতন, ভাতাদিসহ চাকুরী চাহিয়া দুইটি ভুয়া পত্র প্রেরণ করিলে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শ্রমিকদের সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করিয়া প্রথম পক্ষের নামে কোন শ্রমিকের তথ্য পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় পক্ষ মিলের সমস্ত শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও প্রথম পক্ষের নামে কোন শ্রমিকের সন্ধান পান নাই। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষের প্রেরিত পত্র পাওয়ার পর পত্রে উল্লেখিত ঠিকানায় দ্বিতীয় পক্ষ লোক পাঠাইয়া খোঁজ-খবর নিয়া প্রথম পক্ষের নামে কোন ব্যক্তির সন্ধান পান নাই। তাই মিথ্যা ও ভুয়া পত্র সমূহের কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে চাঁদাবাজ চাঁদা চাহিয়া না পাওয়ায় নানাবিধ হুমকি প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যান। প্রথম পক্ষও ঐসকল চাঁদাবাজদের কেহ হইতে পারেন বলিয়া দ্বিতীয় পক্ষের সন্দেহ হয়। দ্বিতীয় পক্ষের নিকট হইতে অসৎউপায়ে লাভবানের অপ্রয়াসে মিথ্যা ঘটনার অবতারনা করিয়া এই মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, ৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরণসহ প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ আছে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয়ঃ ১ও২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ইং ৩-২-৯০ তারিখ যোগদান করিয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন টংসম্যান হিসাবে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি ইং ৪-৭-৯৪ তারিখ হইতে ইং ৯-৭-৯৪ তারিখ পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থাকিয়া ইং ১০-৭-৯৪ তারিখ কাজে যোগদানের অনুমতির আবেদন পত্র দাখিল করিলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে বার বার ঘুরাইতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া প্রথম পক্ষ ইং ১৮-৭-৯৪ তারিখ ও ইং ৭-৮-৯৪ তারিখ রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেও কোন ফল হয় নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ কোন দিনই তাহাদের কারখানার শ্রমিক ছিলেন না এবং বর্তমানেও নাই। প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষের কারখানার কোন শ্রমিকই চেনেন না এবং কারখানার কোন নথি পত্রেও তাহার নাম নাই। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষ যে, দ্বিতীয় পক্ষের কারখানায় শ্রমিক ছিলেন উহা প্রমাণের দায়িত্ব প্রথম পক্ষের উপরই ন্যস্ত।

প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, দ্বিতীয় পক্ষের একই নামে ৪টা মিল আছে। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় পক্ষের অধীন চাকুরী করার সমর্থনে তিনি কোন কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই। আর দ্বিতীয় পক্ষের ৪টি মিল থাকা সম্বন্ধেও তিনি কোন কিছু দাখিল করেন নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী ২ নং ২য়ঃ পক্ষ মোঃ মোতাহার হোসেন এই মর্মে জবানবন্দি করেন যে, তিনি প্রথম পক্ষকে চেনেন না এবং প্রথম পক্ষ কোন দিন তাহাদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন নাই। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, তাহাদের দুইটা মিল আছে। তাহাদের ৩ নম্বর কোন মিল নাই। আর, প্রদর্শনী ১ ও ১(ক) পাওয়ার পর উহার ঠিকানায় প্রথম পক্ষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাদেরষ্ঠানে অনুমান ৭০ জন লেকা করে এবং তাহাদের নিয়োগ পত্র দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষের প্রেরিত পত্র, প্রদর্শনী-১ ও ১(ক) পাওয়ার পর তাহাদের কর্মচারী মোঃ ভুলুকে খোঁজ নিতে পাঠান। কিন্তু তিনিও কোন খোজ পান নাই।

আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষ যে দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেন উহা প্রমানের দায়িত্ব প্রথম পক্ষের উপরই ন্যস্ত। কিন্তু তিনি উহা প্রমানের জন্য নিয়োগ পত্র, বা অন্য কোন কাগজপত্র দাখিল করিতে পারেন নাই। এমনকি প্রথম পক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে কোন স্বাক্ষীও হাজির করিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষ যদি প্রকৃতই দ্বিতীয় পক্ষের অধীন কাজ করিয়া থাকেন তবে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের নিকট হইতে উহা প্রমানের জন্য কিছু কাগজপত্র তলব করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম পক্ষ তাহাও করেন নাই। প্রথম পক্ষ কর্তৃক দুইটি পত্র, প্রদর্শনী-১ ও ১(ক) ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট পাঠানোর কথা বলা হইয়াছে। উক্ত বিষয় দ্বিতীয় পক্ষ অস্বীকার করেন নাই। তবে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী, প্রদর্শনী-১ ও ১(ক) পাওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের দেওয়া ঠিকানায় লোক পাঠাইয়া তাহার কোন হদিস করিতে না পাওয়ার কারণে তাহাকে কিছু জানানো সম্ভব হয় নাই।

যুক্তিতর্ককালীন সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, দ্বিতীয় পক্ষের উদ্দেশ্য খারাপ থাকিলে প্রথম পক্ষের রেজিস্ট্রীকৃত পত্র, প্রদর্শনী-১ ও ১(ক) দ্বিতীয় পক্ষ রাখিতে অস্বীকার করিতে পারিতেন। কিন্তু পত্র পাওয়ার পরে তাহারা লোক পাঠাইয়াও প্রথম পক্ষকে কোন হদিস করিতে না পারায় কোন কিছু জানাইতে পারেন নাই। তা'ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী জেরার সময় নির্দিষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে, তাহাদের কর্মচারী মোঃ ভুলুকে তাহারা খোঁজ করিতে পাঠায়। কিন্তু সে কোন খোজ পায় নাই।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের ঠিকানায় তাহাকে খোঁজ করিয়া পাওয়া না গেলে ডাকযোগেও তাহার সহিত যোগাযোগ করিতে পারিতেন। যদি প্রকৃতই প্রথম পক্ষের দেওয়া ঠিকানায় লোক পাঠাইয়া তাহার কোন হদিস পাওয়া না যাইয়া থাকে তবে উক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে যোগাযোগ করা বৃথা।

অতএব, উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ যে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের দুই এর বেশী কারখানা ছিল উহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করিতে প্রথম পক্ষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন। তাই তাহার এই মোকদ্দমাটি দায়ের করার কোন কারণ নাই এবং তিনি কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের বিজ্ঞসদস্য একই মত পোষণ করেন। অপরদিকে শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে লিখিত মাতামত প্রদান করেন যে, রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রথম পক্ষের সহিত দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক যোগাযোগ না করা হইতেই বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য সন্দেহপূর্ণ। তাই প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

আমি রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রথম পক্ষের সহিত যোগাযোগ না করার কারণ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তা'ছাড়া আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রথম পক্ষ যে দ্বিতীয় পক্ষের কারখানায় কাজ করিয়াছেন উহা প্রমাণের দায়িত্ব প্রথম পক্ষের উপরই ন্যস্ত। কিন্তু তিনি উহা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাই শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্যের মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

আপীল নং ২১/৯৫

ফরিদপুর জেলা অটো রিকসা ও অটো টেম্পো ড্রাইভারস্ ইউনিয়ন,
পক্ষে—উহার সাধারণ সম্পাদক,
গোয়াল চামট, ফরিদপুর—**আপীল্যান্ট।**

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
ঢাকা বিভাগ,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
৯ নং বিজয় নগর, ঢাকা ১০০০—**রেসপণ্ডেন্ট।**

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ ঃ ২৭-০৮-৯৫ ইং

রায়

১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারার বিধান মতে দাখিলকৃত এই আপীলটি রেসপণ্ডেন্ট-প্রতিপক্ষের ইং ১৪-২-৯৫ তারিখের আদেশ হইতে উদ্ধৃত। উক্ত আদেশে প্রতিপক্ষ আপীলকারী প্রথম পক্ষের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখান করা হয়।

সংক্ষেপে আপীলকারী প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই ছিল যে, ফরিদপুর জেলা অটো রিকসা ও অটো টেম্পো ড্রাইভার্স ইউনিয়নটি উক্ত এলাকা ড্রাইভার্সদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রেড ইউনিয়ন। ফরিদপুর জেলা অটো রিকসা ও অটো টেম্পো শ্রমিকগণ ইং ৮-১-৯৫ তারিখ

সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া ইউনিয়ন ও ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেন। আপীলকারী প্রথম পক্ষ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫, ৬ ও ৭ ধারার সমস্ত বিধান পূরণ করিয়া ইং ১০-১-৯৫ তারিখ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, ঢাকা বিভাগ বরাবর ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন। আবেদন প্রাপ্তির পর প্রতিপক্ষ ইং ১৬-১-৯৫ তারিখের পত্র দ্বারা কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করিয়া উহা সংশোধনের জন্য নির্দেশ দান করেন। আপীলকারী প্রথম পক্ষ ইং ২২-১-৯৫ তারিখের পত্র দ্বারা অভিযোগসমূহ সংশোধনপূর্বক রেসপণ্ডেন্ট প্রতিপক্ষের বরাবর দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ পুনরায় আরও কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করিয়া পত্র প্রেরণ করিলে আপীলকারী প্রথম পক্ষ ফরিদপুর জেলায় চলাচলকারী অটো রিকসা ও অটো টেম্পোর সংখ্যা কত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক মালিক সমিতির প্রত্যায়নপত্র দাখিল করেন। কিন্তু আপীলকারী প্রথম পক্ষ কর্তৃক সমস্ত অভিযোগ সংশোধনের পর প্রতিপক্ষ বিনা কারণে বে-আইনীভাবে ইং ১৪-২-৯৫ তারিখে ৩৫(সি) সূত্র দ্বারা আপীলকারী প্রথম পক্ষের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করেন। উক্ত সূত্রে উল্লেখ করা হয় যে, ফরিদপুর জেলায় চলাচলকারী অটো রিকসা ও অটো টেম্পোর সংখ্যা কত সেই বিষয়ে আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটির প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আবেদনটি প্রত্যাখান করা হয়। প্রতিপক্ষ উক্ত বিষয়ে কোন তদন্ত না করিয়া বা আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটির সহিত কোন পত্রালাপ না করিয়া রেজিস্ট্রেশনের আবেদনটি খারিজ করেন। প্রতিপক্ষ কোন বৈধ তদন্ত ছাড়াই অবান্তর অভিযোগ উত্থাপনপূর্বক রেজিস্ট্রেশনের আবেদনটি বে-আইনীভাবে প্রত্যাখান করেন। আপীলকারী প্রথম পক্ষের ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে রেজিস্ট্রেশনের আবেদনটি প্রত্যাখান করিয়াছেন। তাই প্রতিপক্ষের বে-আইনী আদেশের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষ আপীলকারী হিসাবে এই আপীল দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ (২য় ঃপক্ষ) উপস্থিত হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক এই আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে রেসপণ্ডেন্ট-দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হয় ইং ১০-১-৯৫ তারিখ, ইং ৩০-১০-৯৪ তারিখ নয়। আপীলকারী প্রথম পক্ষ ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের আবেদন পাওয়ার পর প্রতিপক্ষ (দ্বিতীয় পক্ষ) ইং ১৬-১-৯৫ তারিখ আপীলকারী প্রথম পক্ষের নিকট আপত্তি পত্র প্রেরণ করা হয়। পুনরায় কোন আপত্তি পত্র প্রেরণ করা হয় নাই। প্রতিপক্ষ (২য়ঃ পক্ষ) কর্তৃক আপীলকারী প্রথম পক্ষের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন প্রত্যাখানের আদেশে বে-আইনী কিছু নাই। ফরিদপুর জেলায় চলাচলকারী অটো রিকসা ও অটো টেম্পোর চালকদের সংখ্যা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে না পারায় রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। উক্ত বিষয় ফরিদপুর জেলা আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটির প্রত্যায়ন পত্র আবশ্যক ছিল। কিন্তু আপীলকারী প্রথম পক্ষ উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করা হয়। আপীলকারী প্রথম পক্ষের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন আইনানুযায়ী প্রত্যাখান করা হইয়াছে বিধায় আপীলটি খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) প্রতিপক্ষের (২য়ঃ পক্ষ) ইং ১৪-২-৯৫ তারিখের ৩৫(সি) নম্বর স্মারকে আপীলকারী প্রথম পক্ষের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখান করার আদেশটি আইনতঃ টিকিতে পারে কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

স্বীকৃতমতে ফরিদপুর জেলা অটো রিকসা ও অটো টেম্পো ড্রাইভার্স ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত) রেজিস্ট্রেশনের আবেদন প্রতিপক্ষ (২য়ঃ পক্ষ) ইং ১৪-২-৯৫ তারিখের ৩৫(সি) নম্বর স্মারকে প্রত্যাখান করেন। উক্ত স্মারকে উল্লেখ করা হয় যে, ফরিদপুর জেলায় চলাচলকারী অটো রিকসা ও অটো টেম্পোর সংখ্যা কত সেই ব্যাপারে আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটির প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের শতকরা কতভাগ ইউনিয়নের সদস্য উহা নিশ্চিত হওয়া যায় নাই।

আপীলকারী প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, আপীলকারী প্রথম পক্ষের ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন দাখিল করার পর রেসপণ্ডেন্ট (২য়ঃ পক্ষ) হইতে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করা হয় উহা আপীলকারী প্রথম পক্ষ সঠিকভাবে সংশোধন করা সত্ত্বেও রেসপণ্ডেন্ট (২য়ঃ পক্ষ) সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে আবেদনটি প্রত্যাখান করেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, রেসপণ্ডেন্ট (২য় পক্ষ) প্রয়োজনবোধে তদন্ত অনুষ্ঠানপূর্বক সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া রেসপণ্ডেন্ট (২য়ঃ পক্ষ) আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটির নিকট হইতে প্রত্যায়ন পত্র সংগ্রহের দায়িত্ব আপীলকারী প্রথম পক্ষের উপর চাপাইয়া দিয়া ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের আবেদনটি বে-আইনীভাবে প্রত্যাখান করেন। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, ফরিদপুর জেলা অটো রিকসা ও অটো টেম্পো ড্রাইভারদের সংখ্যা সম্পর্কে ফরিদপুর অটো-টেম্পো মালিক সমিতি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করা হইয়াছে। সেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সংযুক্ত তালিকার লিখিত ৭১ জন অটো রিকসা/অটো টেম্পো চালকগণ ফরিদপুর জেলা অটো টেম্পো মালিক সমিতির অধীন অটো রিকসা-অটো টেম্পোর চালক হিসাবে সংযুক্ত আছেন।

অপরদিকে রেসপণ্ডেন্ট (২য়ঃ পক্ষের) পক্ষ হইতে বক্তব্য রাখা হয় যে, একজন প্রতিনিধি সরেজমিনে তদন্ত করিয়াও সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই বিধায় আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটির প্রত্যায়ন পত্র চাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আপীলকারী প্রথম পক্ষ উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আইনানুযায়ী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের আবেদনটি প্রত্যাখান করা হয়।

নথি হইতে দেখা যায় যে, ইং ৮-১-৯৫ তারিখ বিকাল ৫-০০ টার সময় ফরিদপুর জেলা অটো রিকসা ও অটো টেম্পো ড্রাইভারদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ৭১ জন সদস্যের মধ্যে ৬৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে ফরিদপুর জেলা অটো রিকসা ও অটো টেম্পো ড্রাইভার্স ইউনিয়নে ও ৮ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সভায় ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের বিষয় যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইউনিয়নের পক্ষে সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক রেসপণ্ডেন্ট (২য়ঃ পক্ষ) পক্ষের নিকট ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য ইং ১০-১-৯৫ তারিখ আবেদন করেন। আবেদন পাওয়ার পরে রেসপণ্ডেন্ট (২য়ঃ পক্ষ) হইতে উত্থাপিত কিছু অভিযোগ বা আপত্তি আপীলকারী প্রথম পক্ষ কর্তৃক সংশোধন করা হয়। প্রস্তাবিত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ফরিদপুর জেলা অটো টেম্পো মালিক সমিতির সভাপতি ইং ২০-১০-৯৪ তারিখ একটি প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করিয়াছেন। সেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মালিক সমিতির অধীন মোট ৭১ জন অটো রিকসা ও অটো টেম্পো চালক হিসাবে কাজ করিতেছেন। উক্ত প্রত্যায়ন পত্র সম্পর্কে রেসপণ্ডেন্টের (২য়ঃ পক্ষ) কোন সন্দেহ থাকিলে তিনি রেজিস্ট্রেশনের আবেদনটি প্রত্যাখানের পূর্বে আঞ্চলিক ট্রান্সপোর্ট কমিটির নিকট হইতে প্রতিবেদন তলব করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি উহা না করিয়া দায়িত্বটি আপীলকারী প্রথম পক্ষের নিকট ন্যস্ত করিয়াছেন, যাহা কোনভাবেই বৈধ বলিয়া গণ্য করা যায় না। তা'ছাড়া রেসপণ্ডেন্ট (২য়ঃ পক্ষ) স্বীকার করেন যে, প্রস্তাবিত ফরিদপুর জেলা অটো রিকসা ও অটো

টেম্পো ড্রাইভার্স ইউনিয়ন ছাড়া ফরিদপুরে আর কোন ড্রাইভার্স ইউনিয়ন নাই। অন্য কোন ড্রাইভার্স ইউনিয়ন থাকিলেও সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারিত। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে উক্ত বিষয় সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। রেসপণ্ডেন্ট দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত আপত্তির ৫ দফায় বলা হইয়াছে যে, রেসপণ্ডেন্ট ২য়ঃ পক্ষের একজন প্রতিনিধি সরেজমিনে তদন্ত করিয়াও সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু উক্ত বিষয় কোন প্রতিবেদন নথিতে নাই। যাহা হউক, উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, রেসপণ্ডেন্ট দ্বিতীয় পক্ষ সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে আপীলকারী প্রথম পক্ষের রেজিস্ট্রেশনের আবেদনটি প্রত্যাখান করিয়াছেন। তাই উক্ত বে-আইনী আদেশ টিকিতে পারে না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও একই মত পোষণ করেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই আপীলটি বিনা খরচায় দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। আপীলকারী প্রথম পক্ষের ট্রেড ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রী করিয়া রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যথাশীঘ্র ইস্যু করার জন্য রেসপণ্ডেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখঃ ২৭-৮-৯৫

আই, আর, ও, মামলা নং ৩/১৯৪

মোঃ হাবিবুর রহমান,
গোডাউন কিপার,
রূপালী ব্যাংক,
আর কে দাস রোড,
নারায়ণগঞ্জ—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
আর কে দাস রোড,
শাখা, নারায়ণগঞ্জ—**দ্বিতীয় পক্ষগণ।**

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ (মালিক) সদস্য।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, (শ্রমিক) সদস্য।

রায়ের তারিখ ঃ ১-৮-৯৬ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ২১-১১-৮২ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন গুদাম রক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহার মাসিক মজুরী ছিল সর্বমোট ২৮০৫ (দুপুরের খাওয়ার খরচ ১৩ টাকা বাদে) টাকা। প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং তাহার চাকুরীর খতিয়ান খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪ ধারার বিধানমতে প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইতেছে না। প্রথম পক্ষ ২নং ২য় পক্ষের নির্দেশে ব্যাংকের নিজস্ব গোডাউনসহ আরও সাতটি গোডাউনের কাজ দেখাশুনা করেন এবং গুদামে কাজ না থাকিলে জেনারেল ব্যাংকিং-এ কাজ করেন। প্রথম পক্ষ একজন সুদক্ষ টাইপিস্ট বিধায় ব্যাংকের টাইপিস্টদের সাথেও কাজ করেন। প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী গুদাম রক্ষকের ন্যায় ১৯৮৬ সালে ৩,০০০ টাকা ক্যাশ সিকিউরিটি এবং ২০,০০০ টাকা ম্যান সিকিউরিটি প্রদান করিয়াছেন। ১নং ২য় পক্ষ প্রথম পক্ষকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ প্রদান এবং পদোন্নতি প্রদান ছাড়া স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও বোনাসসহ। প্রথম পক্ষের বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি সরাসরি প্রথম পক্ষের নামের হিসাবে জমা করেন অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকদের মত। প্রথম পক্ষকে নিয়োগদানের পর দ্বিতীয় পক্ষগণ অনেক নূতন স্থায়ী গুদাম রক্ষক নিয়োগ করিয়া তাদের পদোন্নতি প্রদান করিলেও প্রথম পক্ষকে উক্ত সুযোগ প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষকে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে বার বার অনুরোধ করিলেও কোন ফল হয় নাই। তাই প্রথম পক্ষকে ইং ২১-১১-৮২ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ঋণ গ্রহীতার গুদামে গোডাউন কিপার হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতেই তাহার মজুরী প্রদান করা হইয়াছে। তিনি কখনো ব্যাংকের কর্মচারী ছিলেন না। প্রথম পক্ষকে অস্থায়ী পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করায় তিনি ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪ ধারার বিধান মতে ৩ মাস পরে স্থায়ী হিসাবে গণ্য হইতে পারেন না। প্রথম পক্ষকে সব সময় ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতেই মজুরী প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতার সম্মতিতেই প্রথম পক্ষকে নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ ঋণ গ্রহীতার অস্থায়ী কর্মচারী বিধায় তাহাকে ভবিষ্য তহবিলের সুযোগ ও পদোন্নতির সুবিধা প্রদান করা হয় নাই। প্রথম পক্ষের নিয়োগের পরে ব্যাংকে কোন স্থায়ী গোডাউন কিপার নিয়োগ করা হয় নাই। প্রথম পক্ষ বিভিন্ন ঋণ গ্রহীতার বিভিন্ন গুদামে কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাদের হিসাব হইতেই তাহার মজুরী প্রদান করা হইতেছে। গুদামে কাজ না থাকিলে প্রথম পক্ষ মাঝে মাঝে ব্যাংকে কাজ করেন। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কোন কর্মচারী নয় বিধায় তাহার এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার নাই এবং মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয়ঃ ১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীন একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং স্থায়ী শ্রমিকের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তিনি পাইতে অধিকারী হইলেও তাহাকে ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা এবং পদোন্নতির সুবিধা প্রদান করা হয় নাই।

অপরদিকে, দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে ঋণ গ্রহীতার গুদামে গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছিল এবং ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতে তাহাকে বেতন ও ভাতাদি প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ কখনো দ্বিতীয় পক্ষের কর্মচারী ছিলেন না।

প্রথম পক্ষ নিজে তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন মৌখিক স্বাক্ষী প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষের ইং ২১-১১-৮২ তারিখের নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, তাহাকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে মাসিক ৫৬৫ টাকা বেতনে নিয়োগদান করা হইয়াছে। নিয়োগপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহার বেতন ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতে প্রদান করা হইবে এবং তিনি কোন বাৎসরিক বর্ধিত বেতন পাইবেন না। নিয়োগপত্রে ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতে প্রথম পক্ষের বেতন প্রদান করার কথা থাকিলেও তাহাকে যে ঋণ গ্রহীতার কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হইয়াছে এমন কোন কিছু নাই। তা'ছাড়া সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, প্রথম পক্ষকে কোন বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হইবে না। কিন্তু প্রথম পক্ষের দাখিলী দরখাস্তের ৫ দফায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১নং ২য় পক্ষ প্রথম পক্ষকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করিলেও তাহাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ এবং পদোন্নতির সুযোগ প্রদান করেন নাই।

দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের জবাবের ১৬ দফায় উক্ত বিষয় আলোচনা করিলেও প্রথম পক্ষকে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট এবং বোনাস প্রদানের কথা অস্বীকার করেন নাই। নিয়োগপত্রে পরিষ্কার-ভাবে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান না করার কথা থাকিলেও কেন প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও বোনাস প্রদান করিলেন তাহা বোধগম্য নহে।

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের দিন অর্থাৎ ইং ২১-১১-৮২ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন একটানা চাকুরী করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাকে একবারই নিয়োগপত্র প্রদান করা হইয়াছে। তা'ছাড়া স্বীকৃতমতে গুদামে কাজ না থাকিলে প্রথম পক্ষ ব্যাংকে দৈনন্দিন কাজও করেন। দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী এক গুদামে কাজ শেষ হইয়া গেলে প্রথম পক্ষের অনুরোধে তাহাকে অন্য ঋণ গ্রহীতার গুদামে নিয়োগ করা হইত। কিন্তু উক্ত বিষয় দ্বিতীয় পক্ষ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষ স্থায়ী গুদাম রক্ষকের ন্যায় ম্যান সিকিউরিটি এবং ক্যাশ সিকিউরিটি প্রদান করিয়াছেন। একজন অস্থায়ী শ্রমিকের নিকট হইতে ম্যান সিকিউরিটি ও ক্যাশ সিকিউরিটি নেওয়ার এবং তাহাকে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস, বাৎসরিক ছুটি ইত্যাদি প্রদান করার যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে,

প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে একাধারে চাকুরী করিতেছেন। (Without any way) তাই ৪৬ ডি, এল, আর (১৯৯৪) এর ১৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমায় মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক। সেখানে Their Lordship have observed—"The term" temporary worker "has a connotation which is different from popular and dictionary meaning of the term. Having regard to the language employed in the sub-section of the Act, a worker in order to be treated as permanent worker need not require appointment on permanent basis. It will be sufficient if he has satisfactorily completed the period of probation."

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ পরিচয় পত্র প্রদান করিয়াছেন। তা'ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক শো-কজও করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, একই প্রকৃতির অন্যান্য মোকদ্দমা ইতিপূর্বেও অত্র আদালত কর্তৃক দরখাস্তকারীর পক্ষে রায় প্রদান করা হইয়াছে।

অপরদিকে, দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ শ্রমিক নন এবং তাহার নিয়োগপত্রে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, ঋণ গ্রহীতার হিসাব হইতে তাহার বেতন এবং ভাতাদি দেওয়া হইবে।

আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগদানের তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন একাধারে কাজ করিয়া আসিতেছেন বিধায় অনারেবল হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের আলোকে তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক। আর প্রথম পক্ষ যে ঋণ গ্রহীতার কর্মচারী হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন উহা প্রমাণ করিতে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যর্থ হইয়াছেন। তা'ছাড়া বিভিন্ন সময় ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন গুদামে প্রথম পক্ষকে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস, বাৎসরিক ছুটি ইত্যাদি প্রদান করার কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রথম পক্ষকে মাত্র একবার দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগপত্র প্রদান করা হইতেও বুঝা যায় যে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুদামে কাজ করিয়াছেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে লিখিত মতামত প্রদান করেন যে, প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য লিখিত মতামত প্রদান না করিলেও মৌখিকভাবে একই মতামত ব্যক্ত করেন। একই প্রকৃতির অন্যান্য মোকদ্দমা ইতিপূর্বে অত্র আদালত কর্তৃক প্রথম পক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছে বিধায় এবং এই মোকদ্দমায় প্রথম পক্ষ উপরের আলোচনার আলোকে স্থায়ী শ্রমিক হওয়ায় বর্তমান আকারে ও প্রকারে এই মোকদ্দমাটি চলিতে পারে এবং প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দো'তরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ইং ২১-১১-৮২ তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষদ্বয়কে নির্দেশ দেওয়া গেল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

Complaint case No. 21 of 1992

Siddique Ali,
Ex-Head Factory Clerk
Balisera Tea Factory
P. O. Kalighat
Dist. Maulavi Bazar—First par.ty.

Versus

1. The Manager
Balisera Tea Factory
P. O. Kalighat
Dist. Maulavi Bazar.
2. M/S, James Finlay P, L. C
'Finlay House'
Agrabad, Chittagong,
Agent of the Consolidated Tea and Land Company (Bangladesh) Ltd.—Second Parties.

Present : Abdur Rob Mia (District & Sessions Judge), Chairman.
Janab Kazi Md. Khorshid Ali, Member.
Janab S. S. Khalaque, Member.

dated 19-7-95.

JUDGEMENT

This is an application under section 25(1)(b) of the Employment of Labour (S. O) Act, 1965.

The case of the first party, in short, is that, the first party had been working or serving under the second party since 5-3-1991. He was appointed as school master and thereafter he was promoted to the post of 3rd Factory Clerk on16-1-82. He was again promoted to the post of second factory clerk on 1-1-83 for his efficient and meritorious service. As second Factory Clerk he had been working at Amrail Tea Estate. He was transferred to Balisera Tea Factory on 1-10-85. The first party was promoted to the post of Head Factory Clerk on 1-2-87. Besides the above work he was entrusted with additional machinery work and he used to get 36 hours fixed over time in every week. The first party was Unit Representative of Bangladesh Tea Estate Staff Association which is a registered trade union and the CBA in respect of the employees of second parties establishment. The first party as the unit representative of the Bangladesh Tea Estate Staff Association lodged a complain to the Labour Inspector (General) Factories, Shops and Establishment, Maulavi Bazar against the second party No. 1 for non-

payment of weekly leave, service book, and overtime allowance. The second party No. 1 hatchet out a plan to remove the first party from his service and called and an explanation *vide* letter dated 1-11-91 alleging of taking away 60 kgs. of black tea on 28-10-91. The first party field written reply denying the allegation on 8-11-91. The second party No. 1 as per his pre-plan framed a charge sheet on 8-11-91 against the first party. The first party filed written reply denying the charges on 16-11-91. The second party No. 1 not being satisfied with the reply of the first party appointed Janab Mahmudul Helal and Janab Sayed Alimuzzaman as enquiry officers fixing on 28-11-91 for enquiry. On that date the first party appeared but the enquiry was adjourned to 2-12-91. The first party then again attended the enquiry on 2-12-91. But the enquiry was again adjourned to 4-12-91 and then again on 6-12-91. The enquiry committee took the statement of some witnesses who were not at all concerned with the alleged charge and the enquiry committee did not record the statements of the witnesses correctly. The enquiry committee were biased and held the enquiry as per dictation of the second party No. 1. The enquiry committee thereafter submitted a false and perverse report against the first party. From the report it will be clear how far they were biased. The first party after receipt of the said enquiry report submitted a representation on 4-1-92 with the second party No. 1 stating that the enquiry report was false and biased. That the second party No. 1 most illegally discharged the first party on 6-1-92. That the first party being aggrieved with the said illegal discharge order submitted a grievance petition to the second party No. 1 by registered post on 15-1-92. After receiving the grievance petition the second party No. 1 called the first party on 27-1-92 for personal hearing but failed to redress the grievance of the first party. Hence this case for re-instating the first party in his former post with all back wages.

The second party Nos. 1 & 2 have contested the case by filling separate written statements denying the case of the first party on matterial points. Their meain contentions are that the case is not maintainable in its present form and as such the case is liable to be dismissed. That the first party has no cause of action to file this case. That no grievance petition has been sent to the second party No. 2 and the second party No. 2 is not in any way connected with the alleged cause of action. Mr. Sudam Tanty, establishment mistry, Mr. Srickara Tanty, establishment mistry, Mr. Narayon, record keeper and Haradon, Sirder of the factory who were on duty on 28-10-91 alleged that the complainant (first party) at about 2 'O' Clock on that night illegally took away around 60 kgs. of black Tea from the factory and tried to bribe some of them from disclosing the occurrence. But they did not accept bribe. They submitted written report on 29-10-91, 30-10-91 and 1-11-91 against the first party for the said occurrence. The explanation submitted by the complainant on 4-11-92 was unacceptable. The charge sheet dated 8-11-91 was issued against the first party for acts of theft, fraud or dishonesty. His written statement dated 16-11-91 was not at all satisfactory. So, an enquiry committee was formed comprising Mr. Helal, Manager, Jagcherra T. E and Mr. Syed Alimuzzaman, Manager Rashidpur T. E. They

held proper enquiry in presence of the first party and submitted their report on 27-12-91 finding the first party guilty of the charge framed against him. On receipt of the report the second party No. 1 considered the report, evidences, facts and circumstances of the case and found the first party guilty of charge and asked the first party to submit his explanation. The first party submitted his reply on 6-1-92. After due consideration of all facts, evidences and circumstances the 2nd party No. 1 passed the final order of discharge on 6-1-92. The first party submitted a grievance petition on 15-1-92 and personal hearing was given to him on 27-1-92. But no other new facts could be submitted by the first party and as such the order of discharge dated 6-1-92 was upheld and the same was duly communicated to him on 29-1-92. In view of the above circumstances the first party is not entitled to get any relief. So this case is liable to be dismissed with costs.

POINTS FOR DECISION

1. Is the case maintainable ?
2. Is the first party entitled to get relief as prayed for ?

FINDINGS AND DECISION

Point numbers 1 & 2:

These points are taken together for the sake of convenience of discussion. The definite case of the first party is that he was the unit representative of Bangladesh Tea Estate Staff Association (registered trade union) and for his trade union activities the second party No. 1 brought false allegations against him. The further case of the first party is that an enquiry committee was formed to enquire into the matter. But the enquiry committee was biased and they have submitted a false and biased report to satisfy the second party No. 1 and on the basis of such biased and false report the second party No. 1 illegally discharged the first party on 6-1-92.

On the contrary the definite case of the second party No. 1 is that on the basis of the written reports of Mr. Sudam Tanty, Mr. Srickara Tanty, Establishment mistry, Mr. Narayon, record keeper and Haradon, charge has been framed against the first party and an enquiry committee was formed to enquiry into the matter. The members of the enquiry committee enquired into the matter in presence of the first party and the first party was given sufficient opportunity to defend himself. After proper enquiry the committee submitted their report. On the basis of that report the first party has been discharged. The further case of the second party No. 1 is that the first party has not been victimized for his trade union activities. Now, we are to see whether the enquiry was fair or the first party has been victimized for his trade union activities. The first party Siddique Ali has deposed as P. W. 1. He has stated his case and exhibited his documents, Exts 1—8. He has clearly stated that he attened the

enquiry and his deposition has been written rightly. But unfortunately the first party has stated is his plaint that the enquiry committee did not record the statement of the witnesses correctly. He has admitted at the time of cross-examination that the owner of Balisera Tea Estate is M/S Consolidated Tea and Land Company (Bangladesh) Ltd. He has not been made party. He has also admitted that he did not write about his trade union activities in the explanation dated 4-11-91. He has further admitted that he did not sent any grievance petition to second party No. 2 and he did not pray for any relief against him. The first party has also admitted that he has cross-examined some of the witnesses and he did not produce any witness on his behalf and the witnesses of the company have been examined in his presence. From his admission it is clear that he did not produce any witness before the enquiry committee on his behalf and the enquiry was held in his presence and he has cross-examined some of the witnesses of the company. I can not understand the reason of not stating any thing about his alleged trade union activities in the explanation submitted by him if he has actually been victimized for his trade union activities.

P.W. 2 Abdur Wahab Chowhdry has deposed that the first party was the unit representative of Balisera Tea Factory. The second party has not clearly denyied that the first party was not the union representative of Balisera Tea Estate. But the definite case of the second party is that the first party has not been dismissed for trade union activities.

The second party has examined two witnesses D. W. 1 Tanvir Rahim (second party No. 1) has deposed his case at the time of examination-in-chief. He has clearly stated that his predecessor Asfar Din Bashar brought the allegation against the first party asper provision of law. So, he has personal knowledge about the occurrence. He has also stated that the owner of the company has not been made party.

D. W. 2 Sudam tati has stated about the allegation brought against the first party. He has clearly stated that on the following morning of the occurrence, he informed the manager about the occurrence and they 4 employees informed the manager about the occurrence. There is nothing in the record by which the statements of D. W. 1 & D. W. 2 can be disbelieved.

At the time of argument the Ld. Advocate for the first party has submitted that the allegation has not been proved and R. G. I filed by the second party is not in the prescribed form. Moreover, the papers of enquiry have not been filed. On the contrary the Ld. advocate for the second party No. 1 has argued that the alleged cause of action has not arisen with in the jurisdiction of this Court. But the same arose within the jurisdiction of second Labour Court, Chittagong. He has further argued that the cross of P. W. 1 is very important and the manager who brought the allegation has left his job. Ld. advocate has further argued that

R. G. 1 has been signed by the custom authority as right. So, it can not said that R. G. I has not been written rightly.

I have already discussed that the P. W. 1 has admitted at the time of cross-examination that the enquiry has been held in his presence and he did not adduce any witness and he has cross-examined some of the witnesses. So, it can not be said that the enquiry was not fair and impartial. Admittedly, the enquiry committee after holding enquiry submitted their report and on the basis of that report the second party No. 1 has discharged the first party.

Ld. advocated for the second party No. 2 has filed written agrument. He has stated that no grievance petition has been sent to second party No. 2 and no relief has been claimed against him.

The first party No. 1 has admitted the same at the time of cross-examination. So, I do not find any reason to implead the second party No. 2 in this case. Admittedly, the cause of action arose within the jurisdiction of second Labour Court, Chittagong. So. I think that the second party No. 2 has been made party to make the case maintainable in this court. Because the office of the second party No. 2 is situated within the jurisdiction of first Labour Court, Chittagong.

Admittedly, the owner of Belisera Tea Estate is M/S Consolidated Tea and Land Company (Bangladesh) Ltd. and he has not been made party in this case. So, the case is bad for defect of party also.

In the lihgt of my above findings and evidences on record it is seen that the first party has failed to prove that the enquiry committee did not enquiry into the allegation properly and they have submitted false and bised report. Besides this, I have already discussed that the case is not maintainable in this court and same is fud for mis-joinder and non-joinder of parties. So, in view of the above circumstances the case is not maintainable and the first party is not entitled to get any relief.

Ld. Members have been consulted. But they did not give any written opinion, Hence it is

Ordered

that the case be dismissed on contest, Considering the circumstances I make no order as to costs.

ABDUR ROB MIA
Chairman,
2nd Labour Court, Dhaka.
dated 19-7-95

অভিযোগ মামলা নং-২/১৯৯৫

মোঃ হাসান আলী,
বাসা নং ৪০,
রোড নং ২, ব্লক নং বি,
সেকশন ১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট,
পক্ষে—উহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
স্বাধীনতা ভবন,
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(২) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট,
স্বাধীনতা ভবন,
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(৩) সচিব,
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট,
স্বাধীনতা ভবন,
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(৪) মহা-ব্যবস্থাপক,
তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ,
৪৭৪, চিড়িয়াখানা রোড,
মিরপুর, ঢাকা।

(৫) ব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ,
মিরপুর, ৪৭৪ চিড়িয়াখানা রোড,
ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষগণ।**

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ৬-৭-১৯৯৫ ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ১৯৮৯ সন হইতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ড্রাইভার পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে সুনাম ও দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রথম পক্ষ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের তাবানী বেভারেজ

কোম্পানীতে সততার সহিত চাকুরী করা কালীন ইং ২৫-৬-৯২ তারিখ তাহাকে একটি মিথ্যা অভিযোগ পত্র দেওয়া হয়। ইং ২৯-৬-৯২ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া প্রথম পক্ষ জবাব দাখিল করেন। জবাবে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিলেও দ্বিতীয় পক্ষগণ অভিযোগটি প্রত্যাহার না করিয়া একটি প্রহসনমূলক তদন্তের ব্যবস্থা করেন। তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং লোক দেখানো তদন্তে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। অতঃপর প্রথম পক্ষকে ইং ৮-৮-৯৩ তারিখের পত্র দ্বারা একটি কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত নোটিশে তদন্তের বিষয়টি সম্পূর্ণ চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। তদন্তে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কেহ স্বাক্ষ্য না দেওয়ায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যাহোক ইং ১৮-৮-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। উহার ৯ মাস পর হঠাৎ ইং ১৬-৫-৯৩ তারিখ ৩ নং ২য় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক পত্র (১৭-৫-৯৩) দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বে-আইনীভাবে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বে-আইনী বরখাস্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রথম পক্ষ ইং ৩০-৫-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন এবং যথারীতি কাজ করিয়া বেতন ভাতাদি গ্রহণ করিতে থাকেন। উহার ৬ মাস পর অর্থাৎ ইং ২৭-১১-৯৩ তারিখ এক পত্র দ্বারা ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) প্রথম পক্ষকে পুনঃ চাকুরী হইতে বে-আইনীভাবে বরখাস্তের নির্দেশ দেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশের পূর্বে প্রথম পক্ষকে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয় নাই এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও আনা হয় নাই এবং কোন তদন্তও হয় নাই। উক্ত বে-আইনী আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রথম পক্ষ ইং ৭-১২-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে একটি অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ উহার কোন প্রতিকার করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইং ২৮-১১-৯৩ তারিখের বরখাস্ত আদেশটি প্রত্যাহারপূর্বক বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করার পর হইতেই বিভিন্ন রকম অপকৃতি শুরু করে এবং সেই কারণে তাহাকে বিভিন্ন সময় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তদন্ত কমিটির দ্বারা তদন্তকালে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তৎসত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে ভাল হইবার সুযোগ দিয়াছেন। প্রথম পক্ষের নিয়ম-শৃংখলা বিরোধী কাজের জন্য তাহাকে বার বার সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। প্রথম পক্ষ ইং ২৮-৬-৮৫ তারিখ ঢাকা শহরের ধানমন্ডি থানাধীন কলাবাগান এলাকায় বেপরোয়াভাবে গাড়ী চালাইয়া একজন পথচারীকে আহত করিলে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয় এবং তাহার অনুপস্থিতিতে বিচারে ৬ মাসের কারাদন্ড হয় ইং ৯-৪-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষ বগুড়া হইতে জয়পুরহাটে কোমল পানীয়সহ গাড়ী নিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে মদ্যপ অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত বিষয় বগুড়া ডিপোর কর্মকর্তা তাহাকে কৈফিয়ত তলব করিলে তিনি কোন কৈফিয়ত প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ ইং ১০-২-৯২ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের একজন কর্মকর্তাকে যাত্রাবাড়ী নামাইয়া আসার পথে গুলিস্তান হইতে কিছু সংখ্যক লোককে ভাড়ায় তাহার গাড়ীতে উঠায়। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ এবং পরিবহন সমিতির লোকজন গাড়ীসহ প্রথম পক্ষকে আটক করেন এবং গাড়ীর যাবতীয় কাগজপত্রাদি সিজ করিয়া প্রথম পক্ষ ও গাড়ী ছাড়িয়া দেন। উক্ত বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলে তদন্তে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। মানবিক কারণে তাহাকে চূড়ান্ত সর্তক পত্র প্রদান করিয়া সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। প্রথম পক্ষ ইং ৯-৬-৯২

তারিখ গাড়ীতে ২২০টি কেইচ খালী বোতল আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া ডিক্ল্যারেশন ফরম জমা প্রদান করিলেও খালি বোতলের কেইচ আনরোল করিতে যাইয়া কোন খালি কেইচ পাওয়া যায় নাই। বিষয়টি জানাজানি হইয়া গেলে প্রথম পক্ষ প্রদত্ত ডিক্ল্যারেশন ফরমটি ছিড়িয়া ফেলিয়া নূতন একটি ডিক্ল্যারেশন ফরম জমা দেন। প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান-পূর্বক জবাবদিহি করার সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত করা হইয়াছে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় ১ ও ২ :

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ১৯৮৯ সন হইতে ড্রাইভার পদে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাও স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষকে ইং ১৬-৫-৯৩ তারিখের পত্র নং প্রশা-২/১০৪/৩/ট্রাস্ট/৯৯৮ দ্বারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া প্রহসনমূলক তদন্তপূর্বক তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। কিন্তু তিনি ইং ৩০-৫-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৭ প্রেরণ করিলে কর্তৃপক্ষ উহা পাওয়ার পর তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেন। কিন্তু তিনি সুনামের সহিত কাজ করিতে থাকাকালীন পরবর্তীতে তাহাকে ইং ২৭-১১-৯৩ তারিখের পত্র নং টিবিসিএল/১০৩/২/প্রশা-৯৩/১৫০৮ দ্বারা পুনরায় চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। কিন্তু উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করা হয় নাই এবং কোন তদন্তও হয় নাই। তিনি উহার বিরুদ্ধে অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৯ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রতিকার করেন নাই।

প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমা বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১—৯(ক) প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, অনুযোগ পত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র তিনি দাখিল করেন নাই। আর ফৌজদারী মোকদ্দমায় তাহার শাস্তি হইলে তিনি উহার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিয়া জামিনে আছেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তাহাকে দ্বিতীয় পক্ষ ২/১ বার সতর্ক করিয়াছেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি অফিসারের কথামত চালান ছিড়িয়া ফেলিয়াছেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী মোঃ আবদুল খালেক, সহকারী প্রশাসনিক অফিসার এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, প্রথম পক্ষ তাহাদের ড্রাইভার ছিলেন এবং তাহাকে বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-৮ দ্বারা বরখাস্ত করা হইয়াছে। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, তাবানী বেভারেজ কোং লিমিটেডকে কোন অনুযোগ পত্র দেওয়া

হয় নাই। কিন্তু জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষকে বরখাস্তের পূর্বে কোন অভিযোগ পত্র তৈয়ার করা হয় নাই। আর বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-৬ দ্বারা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি ৪নং দ্বিতীয় পক্ষে স্বাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। আর দ্বিতীয় পক্ষ সবার পক্ষে এই মোকদ্দমায় জবাব প্রদান করিয়াছেন। প্রথম পক্ষকে ইং ১৬-৫-৯৩ তারিখের পত্র নং প্রশা-২/১০৪/৩/ট্রাস্ট/৯৯৮ দ্বারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী উক্ত বরখাস্ত পত্র পাওয়ার পরে প্রথম পক্ষ অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৭ প্রেরণ করিলে দ্বিতীয় পক্ষ উহা পাওয়ার পর তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেন দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের জবাবের ৯ এর (ঙ) দফায় শেষ দিকে বলিয়াছেন যে, মানবিক কারণে প্রথম পক্ষকে চূড়ান্ত সতর্ক পত্র প্রদানের মাধ্যমে তাহার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। তা'ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের জবাবের ৮ দফায় পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষকে ইং ১৬-৫-৯৩ তারিখের আদেশবলে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু উক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রথম পক্ষ ইং ৩০-৫-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিলে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। আর প্রথম পক্ষকে প্রথম বরখাস্তের পরে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা না হইলে তাহাকে ২য় বার ইং ২৭-১১-৯৩ তারিখের, টিবিসিএল/১০৩/২/প্রশা-৯৩/১৫০৮ নম্বর পত্র দ্বারা বরখাস্তের প্রশ্নই উঠে না। তাই এই মোকদ্দমায় মূল বিচার্য বিষয় এই যে, প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-৮ দ্বারা ২য় বার যে বরখাস্ত করা হইয়াছে উহার পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে কি না এবং উক্ত অভিযোগের কোন তদন্ত হইয়াছে কি না। প্রথম পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, দ্বিতীয় বরখাস্তের পূর্বে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনয়ন করা হয় নাই এবং কোন তদন্তও হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী জেরার সময় স্বীকারও করেন যে প্রথম পক্ষকে বরখাস্তের পূর্বে কোন অভিযোগ পত্র তৈয়ার করা হয় নাই।

যুক্তিতর্ককালীন সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীও স্বীকার করেন যে, ২য় বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-৮ ইস্যু করার পূর্বে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পত্র তৈয়ার করা হয় নাই এবং কোন তদন্তও হয় নাই। কোন অভিযোগ পত্র তৈয়ার না করিয়া এবং অভিযোগের কোন তদন্ত না করিয়া কোন আইনানুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলেন তাহা বোধগম্য নহে। এই সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীও কোন বক্তব্য রাখিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, দ্বিতীয় পক্ষের নিয়োগ কর্তাকে অনুযোগ পত্র প্রদান না করায় এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। কিন্তু অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৯ হইতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ চার জনকেই রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। তাই নিয়োগকারী কর্মকর্তাকে অনুযোগ পত্র দেওয়া হয় নাই মর্মে বিজ্ঞ-আইনজীবী যে বক্তব্য রাখিয়াছেন উহা গ্রহণযোগ্য নহে।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান না করিয়া কোন শ্রমিককে ডিসমিস করা হইলে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করাই একমাত্র প্রতিকার। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ২২ ডিএলআর এর ৭১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মেসার্স হাফিজ জুট মিলস লিঃ অভিযোগকারী বনাম ২য় শ্রম আদালত, পূর্ব পাকিস্তান সরকার এবং অন্য একজন প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। উক্ত মোকদ্দায় Their Lordships have observed—

> "when a worker is dismissed without any show cause notice, the only remedy that can be given to him is his re-instatement in service."

অতএব উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ইং ২৭-১১-৯৩ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-৮ দ্বারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে উহা আইনতঃ টিকিতে পারে না এবং নিয়োগ কর্তার নিকট সময়মত রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে বিধায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে কোন বাধা নাই। আর প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইলে তাঁহারাও একই মত পোষণ করেন। কিন্তু তাঁহারা লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে খরচসহ মঞ্জুর হইল। ইং ২৭-১১-৯৩ তারিখের স্মারক নং টি, বি, সি, এল/১০৩/২/প্রশা-৯৩/১৫০৮ দ্বারা প্রদত্ত বরখাস্ত আদেশটি বাতিল ঘোষণা করা হইল এবং অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ৬-৭-৯৫

অভিযোগ মামলা নং ১৩/১৯৯৪

মোঃ সেলিম সিকদার
পিতা মৃত তোফায়েল উদ্দিন সিকদার,
গ্রাম ভান্ডারিয়া (জামিরতলা),
ডাকঘর ও থানা ভান্ডারিয়া,
জিলা পিরোজপুর—প্রথম পক্ষ

বনাম

(১) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা,
পক্ষে—উহার চেয়ারম্যান,
পরিবহণ ভবন,
২১, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০।

(২) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা,
পরিবহণ ভবন,
২১, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০।

(৩) মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পার্সোনেল),
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা,
পরিবহণ ভবন,
২১, রাজউক এভিনিউ,
ঢাকা-১০০০।

(৪) ম্যানেজার (অপারেশন),
বি, আর, টি, সি কল্যাণপুর বাস ডিপো,
কল্যাণপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখঃ ২৫-৭-১৯৯৫ ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের সংস্থায় ২৯-৬-৮০ ইং তারিখ হইতে কনডাক্টর পদে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ২১০৫ টাকা। প্রথম পক্ষ ১৯৮৬ সনে বি, আর, টি, সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের মানিকগঞ্জ শাখার সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এবং একই বৎসর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক এবং ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সনে সংস্থার তিনটি রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন একিভূত করিয়া একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেন। প্রথম পক্ষ ৯-৫-৮৭ ইং তারিখ বি, আর, টি, সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন এবং ১৬-৮-৮৭ ইং তারিখ উক্ত কমিটি সি,বি,এ হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেন। সি,বি,এ এর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে প্রথম পক্ষ সংস্থার কতিপয় কর্মকর্তার দুর্নীতির প্রতিবাদ করেন। গুলিস্থান বাস টার্মিনাল সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত ১৬-৩-৮৮ ইং তারিখ আলোচনায় বসেন। কিন্তু উহাতে দ্বিতীয় পক্ষ সংস্থার স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় প্রথম পক্ষ ১৭-৩-৮৮ ইং তারিখ একটি প্রতিবাদ সভা ডাকেন। ফলে কর্তৃপক্ষ উক্ত টার্মিনাল হস্তান্তর করিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিয়া ঐ কাজটি সমাধা করেন। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের সহিত বিভিন্ন চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন। ১৭-১১-৯৮ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ নির্বাচনে পরাজিত হইলে দ্বিতীয় পক্ষ ১২-১-৮৯ ইং তারিখে তাহার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত না হইলেও ৪-৬-৮৯ ইং তারিখ প্রথম পক্ষকে চাকরী হইতে টারমিনেট করা হয়। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে ৬৯/৮৯ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করিলে ১৭-১-৯০ ইং তারিখে তাহাকে আদালতের নির্দেশে চাকরীতে পুনর্বহাল করা হয়। কাজে যোগদানের পর প্রথম পক্ষ বিভিন্ন অনিয়মের প্রতিবাদ করিলে দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বি নেতবৃন্দের সহিত ষড়-যন্ত্র করিয়া ১২-১-৮৯ ইং তারিখে আড়াই বৎসর পূর্বের একটি কথিত অভিযোগ আনয়ন করিয়া ২০-৩-৮৯ ইং তারিখ প্রথম পক্ষকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষ উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে ১০৬/৯১ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমা দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দাখিল করিলে ১৪-৩-৯২ ইং তারিখের রায়ের প্রথম পক্ষকে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের নির্দেশ

প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষের কাজে যোগদানের পর হইতে দ্বিতীয় পক্ষ আবার তাহাকে চাকুরী-চ্যুতির জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। প্রথম পক্ষ বি, আর, টি, সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রথম পক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের কিছু অবৈধ ও বেআইনী কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া অনিয়ম সম্বন্ধে দেশবাসীকে জানান এবং উক্ত সংবাদ ১৬টি জাতীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত হইলে সংস্থার কোটি কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা পায়। সুষ্ঠুভাবে আন্দোলন দমন করিতে না পারিয়া দ্বিতীয় পক্ষ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কোন অভিযোগ ছাড়াই প্রথম পক্ষকে ২৭-৬-৯৩ ইং তারিখ ডিটেনশনে দিতে সক্ষম হন। মহামান্য হাইকোর্টে রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহাকে ১৩-৯-৯৩ ইং তারিখ কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। ডিটেনশন হইতে মুক্তি লাভের পর ১৯-৯-৯৩ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিতে গেলে তাহাকে ৯-৯-৯৩ ইং তারিখের একটি চার্জসীট দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ২৬-৯-৯৩ ইং তারিখ জবাব দাখিল করেন। প্রথম পক্ষের জবাব আমলে না নিয়া ৭-১০-৯৩ ইং তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করিয়া পূর্বদিন বিকালে প্রথম পক্ষকে একটি নোটিশ প্রদান করে। প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মতে ৩০-১২-৯৩ ইং তারিখ পুনরায় তদন্তের দিন ধার্য করা হয়। তদন্তে প্রয়োজনীয় স্বাক্ষীদের পরীক্ষা করা হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। কোন নিরপেক্ষ স্বাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও অভিযোগ পত্র ও তদন্ত নোটিশ ইস্যুকারী ম্যানেজার (অপারেশন) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৬-১-৯৪ ইং তারিখের সূত্র নং ৪১ (ম্যাঃ/অপা) দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষ ১৭-১-৯৪ ইং তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ উহার কোন প্রতিকার করেন নাই। প্রথম পক্ষকে ট্রেড ইউনিয়নের কাজের জন্যই চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষ বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকার ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন কন্ডাক্টর হিসাবে কর্মরত ছিল। যে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসের ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ, মে মাসের ৩১ তারিখ ও জুন মাসের ২৪, ২৫, ২৬ তারিখ অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিল। ইহা ছাড়া অতীতেও যে বিভিন্ন সময় তাহার কর্মস্থলে দীর্ঘদিন অননুমোদিতভাবে স্বীয় কাজে অনুপস্থিত ছিল। প্রথম পক্ষের অভ্যাসগত অনুপস্থিতি শ্রম আইনের ১৭ ধারার বিধান মতে অসদাচারণের সামিল। তাই কর্তৃপক্ষ তাহার অভ্যাসগত অনুপস্থিতির জন্য প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী অভিযোগ আনয়ন করেন। প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করিলে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন পূর্বক তদন্তের ব্যবস্থা করেন। তদন্ত কর্মকর্তা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত পরিচালনা করিয়া অভিযোগ

প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করিলে কর্তৃপক্ষ শ্রম আইনের বিধান মতে প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করেন। দ্বিতীয় পক্ষকে শুধু হয়রানী করিবার জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সরাসরি খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয়-১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি চাকুরীতে যোগদানের প্রথম হইতেই বি, আর, টি, সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কাজের সহিত জড়িত ছিলেন এবং তিনি উক্ত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি হিসাবে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়া দ্বিতীয় পক্ষের নিকট পেশ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের কিছু অবৈধ কার্যকলাপের প্রতিবাদও করিয়াছেন। তাই কর্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই তাহার উপর নাখোশ ছিলেন এবং তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণের চেষ্টা করিতে থাকেন। তাই প্রথম পক্ষকে ৪-৬-৮৯ ইং তারিখ চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হইলে তিনি উহার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া জয়লাভ করিলে তাহাকে ১৭-১-৯০ ইং তারিখ পুনরায় চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। প্রথম পক্ষকে আবারও দ্বিতীয় পক্ষ ২০-৬-৯১ ইং তারিখ মিথ্যা অভিযোগে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উহার বিরুদ্ধেও তিনি অত্র আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া জয় লাভ করিলে তাহাকে ১৪-৩-৯২ ইং তারিখ চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে সহ্য করিতে না পারিয়া ডিটেনশনে দেন। তিনি ডিটেনশন আদেশ, প্রদর্শন-৫ দাখিল করিয়াছেন। অনারেবল হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশন দাখিল করিয়া মুক্তি পাওয়ার পর ১৯-৯-৯৩ ইং তারিখ কাজে যোগদান করিলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৭ আনয়ন করা হয় এবং প্রহসনমূলক তদন্তপূর্বক তাহাকে ৬-১-৯৪ ইং তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-৯ দ্বারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়।

প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১—১০(ক) প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি তদন্ত কার্যক্রমের দস্তখতগুলি স্বীকার করেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসের ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ, মে মাসের ৩১ তারিখ ও জুন মাসের ২৪, ২৫ ও ২৬ তারিখ অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭ ধারার বিধানমতে অসদাচরণের অভিযোগ আনা হয় এবং নিরপেক্ষ তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাহাকে আইনানুযায়ী চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়।

প্রথম পক্ষকে ইতিপূর্বেও দুইবার চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং অত্র আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া প্রথম পক্ষ জয়লাভ করার পরে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয় এবং প্রথম পক্ষকে ডিটেনশনে দিলে অনারেবল হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট দাখিল করিয়া মুক্তি লাভ করার বিষয় দ্বিতীয় পক্ষ অস্বীকার করেন নাই। আর প্রথম পক্ষ যে চাকুরীর প্রথম হইতেই বি, আর, টি, সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত জড়িত ছিলেন সেই সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কাগজ পত্রও দাখিল করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ তাহার আরজিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ২৭-৬-৯৩ ইং তারিখ তাহাকে ডিটেনশনে দেওয়া হয় এবং রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৩-৯-৯৩ ইং তারিখ তিনি বরগুনা কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করেন। উহা দ্বিতীয় পক্ষ অস্বীকার করেন নাই। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসের ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ, মে মাসের ৩১ তারিখ এবং জুন মাসের ২৪, ২৫ ও ২৬ তারিখ (মোট ১০ দিন) অনুপস্থিতির জন্য অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু ১৯৯৩ সালের বর্ষপঞ্জী হইতে দেখা যায় যে, এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখ এবং জুন মাসের ২৫ তারিখ শুক্রবার (ছুটির দিন) ছিল।

যুক্তিতর্ককালীন সময়ে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে ইউনিয়নের কার্যকলাপের জন্যই ডিসমিস করা হইয়াছে এবং ইতিপূর্বেও একই কারণে তাহাকে দুইবার ডিসমিস করা হইয়াছিল। কিন্তু আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে পুনরায় কাজে যোগদান করিতে দিলেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং পুনরায় চাকুরী হইতে ডিসমিসের চেষ্টা করিতে থাকেন। আর সেই কারণেই তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হইয়াছে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, অনুপস্থিতির দিনের জন্য প্রথম পক্ষের বেতন কাটিয়া লওয়া হইয়াছে বিধায় তাহার বিরুদ্ধে আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা আইনসংগত নয়। যে ১০ দিনের অনুপস্থিতির জন্য প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে সেই ১০ দিনের বেতন কাঁটিয়া নেওয়া হইয়াছে মর্মে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যে বক্তব্য রাখিয়াছেন দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উহা অস্বীকার করেন নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ অভ্যাসগতভাবে ১০ দিন অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া আইনানুযায়ী তদন্তপূর্বক তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান, সচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-ক—গ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, ২০-১০-৯৩ ইং তারিখ তাহাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তিনি ৩০-১২-৯৩ ইং তারিখ ও ২-১-৯৪ ইং তারিখ তদন্ত করেন। আর তদন্ত শেষে ৩-১-৯৪ ইং তারিখ রিপোর্ট দাখিল করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তাহাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার ১০টি কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তদন্ত শুরু করেন নাই এবং ৩০টি কার্য দিবসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করেন নাই।

আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষকে ইতিপূর্বেও দুইবার চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইলে তিনি অত্র আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া জয়লাভ করিবার পর তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। প্রথম পক্ষকে ২য় বার চাকুরীতে পুনর্বহালের পর ডিটেনশনে দেওয়া হইলে তিনি অনারেবল হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট দাখিল করিয়া মুক্তি লাভ করেন। আর ডিটেনশন হইতে মুক্তি লাভের পর ১৯-৯-৯৩ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিতে গেলে তাহাকে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের মোট ১০ দিনে অভ্যাসগতভাবে অনুপস্থিত দেখাইয়া ৯-৯-৯৩ ইং তারিখের ইস্যুকৃত একটি চার্জসীট দেওয়া হয়। অভিযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৭ এ প্রথম পক্ষকে অভ্যাসগতভাবে ১০ দিন অনুপস্থিত দেখান হইলেও ছুটির দুই দিন বাদ দিলে ৮ দিন থাকে। আর তিন মাসে মোট ৮ দিন অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি অভ্যাসগতভাবে অনুপস্থিত হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তাছাড়া ডিটেনশন হইতে মুক্তি লাভের পর চাকুরীতে যোগদান করিতে যাওয়ার দিনই ৫/৬ মাসের পূর্বেকার অনুপস্থিতির জন্য অভিযোগ বা চার্জসীট দেওয়া হইতেও বুঝা যায় যে, প্রথম পক্ষকে যে কোন ভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্তের অভিপ্রায়ে উহা করা হইয়াছে। আর ৩ মাসে মোট ৮ দিন অনুপস্থিতির অভিযোগের কারণে এক-জনকে বরখাস্ত করার মত গুরুদণ্ড প্রদান করা হইতেও বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষের উদ্দেশ্য ভাল ছিল না। তা ছাড়া আমি পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি যে, অনুপস্থিতির দিনগুলির বেতন কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে বিধায় উক্ত অনুপস্থিতির জন্য পুনরায় শাস্তি প্রদান করাও যুক্তিসংগত নহে।

অতএব উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, বি, আর, টি, সি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কার্যকলাপের কারণে প্রথম হইতেই দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের চেষ্টা করিতেছেন এবং একই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বেও দুইবার বরখাস্ত করিয়াছেন এবং বর্তমান বরখাস্ত আদেশটিও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাই উক্ত বে-আইনী বরখাস্ত আদেশ টিকিতে পারে না।

স্বীকৃতমতে ৬-১-৯৪ ইং তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং তিনি ১৭-১-৯৪ ইং তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই তিনি অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বিধায় মোকদ্দমাটি চলিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইলে শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য মোকদ্দমাটি মঞ্জুর করার পক্ষে মত প্রদান করেন। কিন্তু মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে ২০০ (দুইশত) টাকা খরচসহ মঞ্জুর হইল এবং ৬-১-৯৪ ইং তারিখের ৪১ (ম্যাঃ/অপা) নং বরখাস্তের আদেশটি বাতিল ঘোষণা করা হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ পূর্বপদে পুনর্বহাল করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ২৫-৭-৯৫

অভিযোগ মামলা নং ২৬/১৯৯৩

মোঃ মজিবুল হক,
সেকশন নং ২, ব্লক নং এ,
রোড নং ২, বাসা নং ৯,
রাইন খোলা, মিরপুর,
ঢাকা ১২১৬—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট,
৮৮, মতিঝিল বা/এ,
স্বাধীনতা ভবন, থানা মতিঝিল, ঢাকা।
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) সচিব,
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট,
৮৮, মতিঝিল বা/এ,
স্বাধীনতা ভবন, থানা মতিঝিল, ঢাকা।

(৩) মহা-ব্যবস্থাপক,
তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ,
৪৭৪, চিড়িয়াখানা রোড,
মিরপুর ৯, থানা মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।

(৪) ব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ,
৪৭৪, চিড়িয়াখানা রোড,
মিরপুর ৯, থানা মিরপুর, ঢাকা ১২১৬—**দ্বিতীয় পক্ষগণ।**

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব (মালিক পক্ষ) সদস্য।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন (শ্রমিক পক্ষ) সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ২৯-৭-১৯৯৫ ইং।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ৩-২-৮৭ তারিখ ২য় পক্ষের অধীন অস্থায়ী সেলসম্যান হিসাবে যোগদান করেন এবং ইং ৫-১২-৮৭ তারিখ তাহাকে হিসাব সহকারী-বনাম ক্যাশিয়ার পদে স্থায়ী করা হয়। প্রথম পক্ষ মাসিক মজুরী ৯০০ টাকাসহ সর্বমোট ২৭৮০ টাকা পাইতেন। তাহার চাকুরীর খতিয়ান ভাল ছিল। কিন্তু হঠাৎ ইং ১-১১-৯০ তারিখ একটি মিথ্যা অজুহাতে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত করিয়া ঐদিনই তাহাকে পুলিশে দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ইং ১৪-১১-৯০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ৪নং ২য় পক্ষ প্রথম পক্ষকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইতে বলেন। যদিও তাহাকে কোন অভিযোগ পত্র প্রদান করা হয় নাই। তদন্ত কমিটি তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় তদন্ত শেষে কোন কিছু না পাইয়া ইং ১২-৪-৯১ তারিখ পুলিশ চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করিলে উহা ইং ২০-৪-৯১ তারিখ গৃহীত হয়। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়ন করিতে না পারিলেও ইং ১-১১-৯০ তারিখ হইতে তাহাকে বে-আইনীভাবে সাময়িক বরখাস্ত করিয়া রাখা হয়। ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রথম পক্ষ ৪নং ২য় পক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া কাজে যোগদানপত্র দাখিল করিলে উহা গ্রহণ করা হয় নাই। তাই ইং ১৬-৭-৯১ তারিখ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য লিখিত আবেদন করিলেও ৪নং দ্বিতীয় পক্ষ উহা প্রত্যাহার না করিয়া ইং ২১-৮-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে ইং ২৬-৮-৯১ তারিখ দুই সদস্যবিশিষ্ট অপর এক তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। প্রথম পক্ষ তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার বক্তব্য পেশ করেন। উহার পরও সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার না করায় ইং ২৪-৯-৯১, ২৯-১০-৯১ ও ২৮-১১-৯১ তারিখ পর পর তিনটি দরখাস্ত দ্বারা সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করিলেও কোন ফল হয় নাই। ইং ২৯-১২-৯১ তারিখ মাননীয় সচিব সাহেব প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া একটি অভিযোগ পত্র দেন এবং এক সদস্য-বিশিষ্ট আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ইং ৫-১-৯২ তারিখ জবাব দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তা ইং ১৬-১-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষকে তদন্তে ডাকেন এবং ইং ২৩-৮-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষের জবানবন্দি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার উপস্থিতিতে কোন স্বাক্ষী গ্রহণ করা হয় নাই এবং কোন স্বাক্ষীকে জেরা করার সুযোগও দেওয়া হয় নাই। কোন তদন্তেই প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। ইং ৩১-৮-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ পুনরায় সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিলেও কোন ফল হয় নাই। ইং ৮-১০-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আরও একটি দুই সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির নির্দেশ মতে প্রথম পক্ষ তদন্তে হাজির হইয়া বক্তব্য পেশ করেন। বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার না করায় প্রথম পক্ষ ৩/৯৩ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমায় দ্বিতীয় পক্ষগণ বার বার সময় নিয়া প্রথম পক্ষকে ইং ৯-৩-৯৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চাকুরী হইতে অপসারণ করেন। প্রথম পক্ষ উক্ত বে-আইনী আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া ইং ১৬-৩-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষগণ উহার কোন প্রতিকার করেন নাই। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কোন তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে কোন স্বাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সরল অপসারণের আদেশটি প্রকৃতপক্ষে বরখাস্তের সমতুল্য। তাই উক্ত আদেশ-বাতিল করিয়া প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে সঠিক স্বাক্ষী প্রমাণের অভাবেই রেহাই পান। কিন্তু ফৌজদারী মোকদ্দমায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল হইলেও বিভাগীয় তদন্তে আইনতঃ কোন বাধা না থাকায় দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করেন। মাননীয় সচিব কর্তৃক প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করার কথা সত্য নয়। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে অভিযোগ নামা প্রণয়ন করা হয়। পূর্বের তদন্ত আইনানুযায়ী না হওয়ার কারণে দ্বিতীয় পক্ষ উহার উপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তাই ৮-১০-৯৩ ইং তারিখ আরও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে তদন্ত কমিটি তদন্ত করেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত পেন্ডিং ছিল বিধায় তাহার

সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হয় নাই। কিন্তু সাময়িক বরখাস্তের সময়সীমা ৬ (ছয়) মাস পার হওয়ার পর বাকী সময়ের জন্য প্রথম পক্ষকে তাহার সম্পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ কর্তৃক আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়েরের পূর্ব হইতেই বিভাগীয় তদন্ত চলিতেছিল এবং ঐ তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হয়। তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে তদন্ত করেন এবং প্রথম পক্ষকে স্বাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ তদন্ত কমিটির নিকট স্বীকার করেন যে, ঐ দিনই অর্থাৎ টাকা চুরি হওয়ার দিন ক্যাশে ২,৪০,৯৭০ টাকা ছিল এবং এত অতিরিক্ত টাকা ক্যাশে রাখার কথা তিনি উর্ধতন কর্মকর্তাকে অবহিত করেন নাই। তা'ছাড়া ঐ দিন পেমেন্টের পর সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৭-৩০ পর্যন্ত প্রথম পক্ষ নিয়ম বহির্ভূতভাবে অফিসে থাকেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ক্যাশের সিন্ধুকের চাবি এবং ডুপ্লিকেট চাবি তাহার নিকট থাকিত এবং ঘটনার দিনও তাহার নিকট ছিল। আর ক্যাশ রুমের দরজার চাবিও তাহার নিকট ছিল। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ঘটনার দিন রাত্রি অনুমান ৭-৩০ মিনিটের সময় তিনি অফিস ত্যাগ করেন। প্রথম পক্ষ এবং অপর ক্যাশিয়ার মোঃ আবু সোলায়মান সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন নাই। তদন্তে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ এর ২,৬৪,৩৪৫ টাকা অপর ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ আবু সোলায়মানের যোগসাজসে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাই তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের স্বীকারোক্তিতে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হয়। এমতাবস্থায় মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয়-১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ তাহার ১-১১-৯০ ইং তারিখের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য অত্র আদালতে ১৪-১-৯৩ ইং তারিখ ৩/৯৩ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমা চলাকালীন প্রথম পক্ষকে ৯-৩-৯৩ ইং তারিখ চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইলে তিনি বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১৬-৩-৯৩ ইং তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষগণের নিকট গ্রিভ্যান্স পিটিশন প্রেরণ করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং পর পর দুইবার দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অভিযোগের তদন্ত করান হইলেও কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। তাই অবশেষে তৃতীয় বার প্রহসনমূলক তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী পূর্বের তদন্ত আইনানুযায়ী না হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই এবং তৃতীয়বার আইনানুযায়ী তদন্তের ব্যবস্থা করেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়েরের পূর্ব হইতেই

বিভাগীয় তদন্ত চলিতেছিল এবং বিভাগীয় তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সর্ব প্রকার সুযোগ দেওয়া হয়। আর তৃতীয় বার নিরপেক্ষ তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আইনানুযায়ী প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে।

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে থানায় যে ফৌজদারী মোকদ্দমা হইয়াছিল পুলিশ তদন্ত শেষে উক্ত মোকদ্দমায় চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। ফৌজদারী মোকদ্দমায় ডিসচার্জ করা হইলেও বিভাগীয় তদন্তপূর্বক কাহারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় আইনতঃ কোন বাধা নাই।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, একই অভিযোগের জন্য ইতিপূর্বে দুইবার তদন্ত হইলেও অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু তৃতীয়বার প্রহসনমূলক তদন্তপূর্বক প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হয়। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্তে প্রকৃতপক্ষে কোন স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাছাড়া এই মোকদ্দমার তদন্ত কার্যক্রম এবং তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয় নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে নিরপেক্ষ তদন্ত হইয়াছে এবং তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। আর নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক তদন্ত শেষে যে প্রতিবেদন দাখিল করা হইয়াছে উহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, একই বিষয় জনাব মোঃ আবু সোলায়মান মিয়া ৩৬/৯৩ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করিলে শুনানীঅন্তে উহা ডিসমিস করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম তদন্ত দুইটি ত্রুটি পূর্ণ ছিল বিধায় শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তৃতীয়বার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয় এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী প্রথম পক্ষ তদন্ত কমিটির নিকট স্বীকার করেন যে, টাকা চুরি হওয়ার দিন ক্যাশে ২,৪০,৯৭০ টাকা ছিল এবং এত অতিরিক্ত টাকা ক্যাশে রাখার কথা তিনি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন নাই। আর ঘটনার দিন তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৭-৩০ পর্যন্ত অফিসে ছিলেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ক্যাশের সিন্ধুকের চাবি এবং ডুপ্লিকেট চাবি তাহার নিকট থাকিত এবং ঘটনার দিনও তাহার নিকট ছিল। আর ক্যাশ রুমের দরজার চাবিও তাহার নিকট ছিল। আর তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের স্বাক্ষীগণের জবানবন্দি ও জেরা পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। স্বীকৃতমতে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে প্রথম পক্ষ এবং অপর ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ আবু সোলায়মান কর্তৃক টাকা আত্মসাতের কথা বলা হইয়াছে। এই মোকদ্দমায় তদন্ত প্রতিবেদন এবং তদন্ত কার্যক্রম দাখিল করা হয় নাই। তবে স্বীকৃতমতে অপর ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ আবু সোলায়মান অত্র আদালতে ৩৬/৯৩ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং উক্ত মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে শুনানীঅন্তে ডিসমিস হয়। ইহাও স্বীকৃত যে উক্ত মোকদ্দমায় তৃতীয়বার তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন এবং তদন্ত কার্যক্রম দাখিল করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ উক্ত মোকদ্দমার নথি তলব করিয়াছেন। উক্ত তদন্ত কার্যক্রম এবং তদন্ত প্রতিবেদন হইতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপককে সভাপতি করিয়া উক্ত তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। একটি প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপককে সভাপতি করিয়া যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে সেই কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক

মিথ্যাভাবে স্বাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার বিষয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা'ছাড়া উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং তদন্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করিয়া সেখানে বে-আইনীর কিছু দেখিল না। আর ঘটনার দিন বিকাল ৪টার পরিবর্তে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রথম পক্ষের অফিসে থাকার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না।

স্বীকৃতমতে শেষ তদন্ত প্রতিবেদনে প্রথম পক্ষসহ দুইজন ক্যাশিয়ার কর্তৃক টাকা আত্মসাতের কথা বলা হইয়াছে এবং উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ দুইজন ক্যাশিয়ারকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিয়াছেন। উক্ত অপসারণকৃত দুইজন ক্যাশিয়ারের মধ্যে জনাব মোঃ আবু সোলায়মান ৩৬/৯৩ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করিয়া হারিয়া যান। একই ঘটনা সংক্রান্তে বর্তমান মোকদ্দমাও দায়ের করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করার আদেশে বে-আইনীর কিছু নাই। তাই প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে প্রথম পক্ষ নিজে জেরার সময় স্বীকার করেন যে, অপসারণ পত্র, প্রদর্শনী-৭ এ সচিব-২ নম্বর দ্বিতীয় পক্ষ দস্তখত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার নিকট গ্রীভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন নাই।

দ্বিতীয় পক্ষের ২ নম্বর স্বাক্ষী জেরার সময় স্বীকার করেন যে, ১ নম্বর ২য় পক্ষের অনুমোদনক্রমে ২ নম্বর ২য় পক্ষ অপসারণ পত্র, প্রদর্শনী-৭ ইস্যু করিয়াছেন। তাই অনুমোদনকারী ১ নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগপত্র প্রেরণ করা হইয়াছে বিধায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে কোন বাধা নাই। তবে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণের আদেশে বে-আইনীর কিছু না থাকায় তিনি এই মোকদ্দমার কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ২৯-৭-১৯৯৫ ইং।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।